বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

(১.১২.১৯৫০ – ২২.৮.২০২০)

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট
ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
(সিদীপ)

সিদীপের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দ

বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
ড. আব্বাস ভূঁইয়া
ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান
ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান এ এইচ আলমগীর
জনাব মো. ইকবাল করিম
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ
জনাব মো. হাসান আলী
ড. এটিএম ফরিদ
ড. জলিলুর রহমান খান
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব সালেহউদ্দীন আহমেদ
জনাব সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

সূচি

সূচনা	০৮
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	১৪
আর্থিক সেবা	১৯
শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	২৫
স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি	২৮
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৩৩
গবেষণা ও প্রকাশনা	৩৬
সাফল্যগাথা	৪০
মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৪৫
অন্যান্য কার্যক্রম	৪৭
আর্থিক বিবরণ ও নিরীক্ষা	৫৩

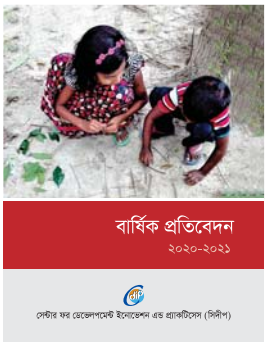

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র (প্রকৃতি পাঠে শিসকের শিশুরা): মনজুর শামস

প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২১

ডিজাইন ও প্রোডাকশন ● ইনফ্রা-রেড কমিউনিকেশনস্ লি, irc.com.bd

চেয়ারম্যানের কথা

করোনাভাইরাস যেন জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। তবে মানুষ কোভিড-১৯এর কাছে পরাজিত না হয়ে তাকে যে বশে আনতে পারবে তা নিশ্চিত। তবু এর আঘাত তো সংস্থা হিসেবে আমাদেরকেও সইতে হচ্ছে। সিদীপের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে আমরা গত বছর ২২ আগস্ট কোভিড-১৯এর কবলে হারিয়েছি। এ ছাড়াও কোভিড-১৯এ আমরা আমাদের সাধারণ পর্ষদের একজন সম্মানিত সদস্য এ.এফ.এম. শামসুদ্দীনকে হারিয়েছি এ বছর ২১ এপ্রিল। কিন্তু আমরা থেমে নেই–এগিয়ে যাচ্ছি, যাব–জীবনের মত।

সহজেই বোঝা যায়, আমাদের দেশে করোনাভাইরাসের ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতির আঘাত সবচেয়ে বেশি পড়েছে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের ওপর, গ্রামেই যাদের শিকড়। যে কোনো দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের কারণ অর্থের অভাব। এ সময়েও তাই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জন্য একটা ভরসার স্থল হিসেবে কাজ করেছে। লকডাউনের আগে ও পরে সংকটময় পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে আমাদের ঋণকার্যক্রম গ্রামীণ অর্থনীতিকে কিছুটা হলেও সচল রাখতে সাহায্য করেছে।

লকডাউনের আগে ও পরে সংকটময় পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে আমাদের ঋণকার্যক্রম গ্রামীণ অর্থনীতিকে কিছুটা হলেও সচল রাখতে সাহায্য করেছে

ঋণকার্যক্রমের পাশাপাশি মানুষকে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতন করা, দরিদ্র মানুষের মাঝে মাস্ক, স্যানিটাইজার ইত্যাদি সরবরাহসহ তাদের বিপদের দিনে যথাসম্ভব পাশে থেকেছেন আমাদের স্থানীয় কর্মীরা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় তহবিলের সংকট দূর করতে ও আয় স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে জীবনমান পুনরুদ্ধার ঋণ খাতে ন্যূনতম সার্ভিস চার্জে এবং নমনীয় শর্তে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আবার অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝেও একই উদ্দেশ্যে ঘূর্ণায়মান পুনঃঅর্থায়ন ঋণ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যদিও লকডাউন সময়ে তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়াও সংস্থা নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে করোনাভাইরাস সৃষ্ট মোকাবিলায় দরিদ্র মানুষের পাশে থেকেছে।

ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও আমাদের অন্যান্য যে সকল কর্মসূচি ও প্রকল্প রয়েছে তার কাজকর্ম লকডাউন ও সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাসম্ভব চালু রাখা হয়েছে। এতে আমাদের অগ্রগতি করোনার কারণে কিছুটা ব্যাহত হলেও সন্তোষজনক বলে মনে করি।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আমাদের সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পে সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়। এতে সংস্থার কর্মী এবং শিশুকিশোরসহ সকল সদস্য-সদস্যা সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

করোনার এ অতিমারিতে মানুষ যেভাবে আতঙ্কিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করছে সেখানে আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচির মেডিকেল কর্মকর্তা ও হেলথ ভলান্টিয়ারগণ গ্রামের মানুষদের পাশে থেকে তাদের চিকিৎসা দিয়েছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সাহায্য করেছেন এবং তাদের মনে সাহস যুগিয়েছেন। সরকার কর্তৃক টিকা দেয়া শুরু হলে টিকা নিতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করেছেন। বছর শেষ হলেও করোনার থাবা বন্ধ হয়নি, তাই এ কাজগুলি তারা করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন বলে আশা করি।

আলোচ্য বছরে আমরা বার্ষিক সাধারণ সভা ছাড়াও ৭টি পরিচালনা পর্ষদের সভা করতে পেরেছি। এ সকল সভায় সম্মানিত সদস্যগণ সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা করেছেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাদের এ সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বছরব্যাপী কর্ম সম্পাদনে আমরা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক, পিকেএসএফ, জাইকা, অরবিস ইন্টারন্যাশনাল, সিংগার লিমিটেড, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য। তাদের পরামর্শ এবং আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা আমাদের কাজকে উজ্জীবিত করেছে। আমরা তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সংস্থার সকল স্তরের কর্মীবৃন্দ করোনাভাইরাস মোকাবিলা করে কঠোর

অতিমারিতে মানুষ যেভাবে আতঙ্কিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করছে সেখানে আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচির মেডিকেল কর্মকর্তা ও হেলথ ভলান্টিয়ারগণ গ্রামের মানুষদের পাশে থেকে তাদের চিকিৎসা দিয়েছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সাহায্য করেছেন এবং তাদের মনে সাহস যুগিয়েছেন। সরকার কর্তৃক টিকা দেয়া শুরু হলে টিকা নিতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করেছেন।

পরিশ্রমের মাধ্যমে সংস্থার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সবশেষে এ প্রতিবেদন প্রণয়নে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আশা করছি অচিরে দেশ, জাতি ও বিশ্ববাসীর সামনে থেকে করোনার এ দুর্যোগ কেটে যাবে। আমরা তখন আরও উদ্যম নিয়ে কাজ করতে এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবো। এই আমাদের স্বপ্ন ও আশা। মেঘের আড়ালে যে স্বপ্ন হাসে এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

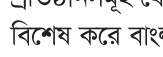

ফজলুল বারি
চেয়ারম্যান

মুখবন্ধ

গৌরবময় ২৬ বছর পূর্ণ করে সিদীপের কর্মকাণ্ড নিয়ে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সবার হাতে তুলে দিতে পারায় আমি গর্বিত। আর্থিক ও সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আমরা বদ্ধপরিকর।

অতিমারিকে ঘিরে প্রাথমিক বৈশ্বিক উদ্বেগ কাটিয়ে উঠে আমরা সরকার-নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদের কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিচ্ছি। নিয়মিত কার্যক্রম চালু করা ছাড়াও কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি।

এ উদ্দেশ্যে গ্রামে সিদীপ সদস্যদের মাঝে প্রায় আড়াই লাখ মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও মাস্ক ব্যবহার, সাবান দিয়ে ঠিকভাবে হাত ধোয়া, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, টিকা নেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্নভাবে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছি। মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মীর জন্য পিপিই, মাস্ক, সাবান, গ্লাভস, স্যানিটাইজার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩,০০০ ছাত্রছাত্রীকে সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেয়া হয়েছে। লকডাউনকালে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে যোগাযোগ সৃষ্টিতে আমাদের কর্মীরা গ্রাম পর্যায়ে সদস্যদেরকে সহায়তা করেছেন। আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র মানুষকে টেলিমেডিসিন সেবা দেয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে আমরা ঋণকার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে সাহায্য করেছি। এ সময়ে সংস্থার সদস্যদের প্রয়োজনমত সঞ্চয় উত্তোলনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থিক সংকট মোকাবিলা এবং মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণে সংস্থা সহায়তা প্রদান করেছে, যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। সংস্থার সদস্যদের ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও আয় স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে ন্যূনতম সার্ভিস চার্জে ও নমনীয় শর্তে ঋণ এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ চালু করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে আমরা ঋণকার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে সাহায্য করেছি। এ সময়ে সংস্থার সদস্যদের প্রয়োজনমত সঞ্চয় উত্তোলনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থিক সংকট মোকাবিলা এবং মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণে সংস্থা সহায়তা প্রদান করেছে, যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে

আর্থিক সেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি বজায় রেখে এ বছর আরও ২২ হাজারের বেশি গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা হয়েছে যাতে বর্তমানে আমাদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৫৮,২৬২ জন। সঞ্চয়স্থিতি ও ঋণস্থিতি বেড়েছে

আমাদের গর্বের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উঠান স্কুলগুলো বন্ধ থাকলেও আমাদের শিক্ষাসুপারভাইজার ও শিক্ষিকাগণ নিয়মিত শিশুশিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। পড়ালেখার প্রতি শিশুদের আগ্রহ বজায় রাখতে এবং সরকার-পরিচালিত অনলাইন ক্লাসের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করতে তারা যথাসাধ্য ভূমিকা রেখেছেন। অভিভাবক ও শিশুদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে তারা সবসময় উৎসাহিত করেছেন

যথাক্রমে ৩৯ কোটি ও ১৯৯ কোটি টাকার ওপর। এ বছরে মোট ঋণ বিতরণ হয়েছে প্রায় ১,০৯২ কোটি টাকার ওপর। সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,০৪০ কোটি টাকা। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে সদস্য, সঞ্চয়স্থিতি, ঋণস্থিতি ইত্যাদি বেড়েছে। সংস্থার নিজস্ব পুঁজি ও মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের গর্বের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উঠান স্কুলগুলো বন্ধ থাকলেও আমাদের শিক্ষাসুপারভাইজার ও শিক্ষিকাগণ নিয়মিত শিশুশিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। পড়ালেখার প্রতি শিশুদের আগ্রহ বজায় রাখতে এবং সরকার-পরিচালিত অনলাইন ক্লাসের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করতে তারা যথাসাধ্য ভূমিকা রেখেছেন। অভিভাবক ও শিশুদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে তারা সবসময় উৎসাহিত করেছেন। আশা করছি সামনে যথার্থ পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলো নিরাপদে চালু করতে পারবো।

আমাদের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল কর্মকর্তা ও হেলথ ভলান্টিয়ারগণ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম বন্ধ থাকাকালীনও তারা সদস্যদের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ বজায় রেখে তাদের স্বাস্থ্যসমস্যা সমাধানে ভূমিকা রেখেছেন। লকডাউনের পর আমাদের স্বাস্থ্যক্যাম্পসমূহ পূনরায় চালু করতে স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ায় তাদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোকে'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। পনেরজন শিক্ষার্থীকে 'বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে এ বছর।

আমাদের রেগুলেটরি সংস্থা, সহযোগী/পার্টনার সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, ক্ষুদ্রঋণে সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সিদীপের সাধারণ ও পরিচালনা পর্ষদকে এ কঠিন সময়ে সিদীপের উত্তরণপর্বে নিরঙ্কুশ সহযোগিতা, সমর্থন ও পরামর্শের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ সময়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সদস্যদের ভালবাসা ও দায়িত্বশীলতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। একইসঙ্গে সংস্থার অগ্রগতিতে আমাদের কর্মীদের ত্যাগ ও শ্রমের কথা না বললেই নয় ।

অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা আমাদের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার উপস্থিতি সবসময় অনুভব করেছি। তাঁর বিশ্বাস, শিক্ষা ও স্বপ্ন নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন আমাদের প্রত্যেকের চিন্তায় ও কর্মে।

সুখেদুঃখে উন্নয়নের সংগ্রামী পথযাত্রায় গ্রামীণ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে আছি ও থাকবো সবসময়।

মিফতা নাঈম হুদা
নির্বাহী পরিচালক

রূপকল্প

আমাদের রূপকল্প হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে নবধারা প্রবর্তন এবং পরিবর্তনের উদাহরণ সৃষ্টি।

Vision

Our Vision is to be the Trend-setter of innovation and change for sustainable human development.

উদ্দেশ্য

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ও বাইরে সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে পরিবেশবান্ধব টেকসই নবধারার উন্নয়ন সেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোক্তাদের আমাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করা।

আমরা বাঁচি পরের ও নিজের জন্য।

Mission

Our Mission is to provide environmentally sustainable innovative development services and goods for empowering the excluded and the disadvantaged in order to integrate them in the mainstream of the society in Bangladesh and beyond along with supporting and empowering micro and small entrepreneurs in our overall development endeavors.

Our being is being for others and for ourselves.

মূল্যবোধ

নবধারা প্রবর্তন
টেকসইতা
অন্তর্ভুক্তিকরণ
ন্যায়পরায়ণতা
সততা ও নিষ্ঠা
দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা
স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা
মানবিক মর্যাদা

Values

Innovative thinking
Sustainability
Inclusiveness
Fair to all
Honesty and Integrity
Team spirit
Transparency and Accountability
Human dignity

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল কর্মকাণ্ডে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের/পেশার স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যেমন অর্থনীতি, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ইত্যাদিতে সফল, নিবেদিত ও নিঃস্বার্থভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি সমন্বয়ে সংস্থার দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সিদীপ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায় সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২৪ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলো।

জনাব ফজলুল বারি
জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ
ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া
জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান
অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
সৈয়দ সাঈদউদ্দিন আহ্‌মেদ
জনাব সালেহউদ্দিন আহমেদ
ডঃ এটিএম ফরিদ
জনাব নার্গিস ইসলাম
জনাব শামা রুখ আলম
অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
জনাব এম খায়রুল কবীর
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব শফিকুল ইসলাম
জনাব সালেহা বেগম
অধ্যাপক ডা. নারগিস আখতার
জনাব ফাহমিদা করিম
জনাব ম্যালভিন এফ আলম
জনাব সৈয়দ সাকিফুল হাসান
জনাব যুবায়ের এম শোয়েব

পরিচালনা পরিষদ

সংস্থার ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বর্তমান পরিচালনা পরিষদে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন।

চেয়ারম্যান
জনাব ফজলুল বারি

ভাইস চেয়ারম্যান
জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া

সদস্য
জনাব শামা রুখ আলম
ডঃ এটিএম ফরিদ
অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
জনাব ফাহমিদা করিম

সচিব/নির্বাহী পরিচালক
জনাব মিফতা নাঈম হুদা

২০২০-২১ অর্থবছরে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস-এর গভর্নিং বডির মোট ৭টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জনাব ফজলুল বারি
চেয়ারম্যান

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া
ভাইস চেয়ারম্যান

জনাব শামা রুখ আলম
সদস্য

ডঃ এটিএম ফরিদ
সদস্য

অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
সদস্য

জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
সদস্য

জনাব ফাহমিদা করিম
সদস্য

জনাব মিফতা নাঈম হুদা
সচিব

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক মিটিং ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবি নিম্নে দেওয়া হলো।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি)

কর্মকর্তার নাম	পদবি
জনাব মিফতা নাঈম হুদা	নির্বাহী পরিচালক
জনাব এস. আবদুল আহাদ	পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স)
জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রোগ্রাম)
জনাব মোঃ আবদুল কাদির সরকার	জিএম (স্পেশাল প্রোগ্রাম)
জনাব এ. কে. এম. শামসুর রহমান	ডিজিএম (ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস)
জনাব অমিত কুমার রায়	এজিএম-ডিজিটাইজেশন (এমআইএস এন্ড আইটি)
জনাব মো. আমিনুল ইসলাম	এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার (অডিট)

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	পদবি
ডা. এ. কে. এম আব্দুল কাইয়ুম	ডিজিএম (স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি)
জনাব ছাঈদ আহম্মেদ খান	ডিজিএম (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব শান্ত কুমার দাস	এজিএম (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব দীপ কুমার রায় মৌলিক	এজিএম (আইটি)
জনাব সচ্চিদানন্দ দাস	ম্যানেজার (ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস)
জনাব আবু খালেদ	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব নূরুন নবী সেখ	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব মোঃ বদরুল আলম	ম্যানেজার (মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট)
জনাব ফারহানা ইয়াসমিন	ম্যানেজার-ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অরগানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

২০২০-২১

২০২০-২১ অর্থবছরটিতে সিদীপ পূর্ণ করলো ছাব্বিশ বছরের কর্মময় জীবন। কর্মময়, তাই গৌরবময়ও। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মুখোমুখি হতে হয়েছে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ দুর্যোগের। তারপরও এ অতিমারিকে মোকাবিলা করেই এ অর্থবছরেও সংস্থার কিছু ভাল অর্জন হয়েছে। এ বছরের ঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরা হলো।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সেবা

২০২০-২১ অর্থবছর শেষে সিদীপের কর্মকাণ্ড ২১টি জেলার ১২৭টি উপজেলায় মোট ৬,২৬৩টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। একই সঙ্গে ১৮৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বিগত বছরের ২,৩৬,০৭৫ জন সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে ২,৫৮,২৬২ জন সদস্যে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,৩৮৩ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরে ছিল ১,০৯৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ বছরে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬.৫৯%। এ বছর সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ের হার ৯২%।

বিগত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৬৯৯.৬৩ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৯৮.৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতিও বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮.৪৭%।

বিগত অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৩৩৮.৪২ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে আরও ৩৯.২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সঞ্চয়ের স্থিতি ৩৭৭.৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিগত অর্থবছরে খেলাপির পরিমাণ ছিল ১০.৩৪ কোটি টাকা। এই অর্থবছর শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৬৬.৮৫ কোটি টাকা–যা মোট ঋণস্থিতির ৭.৪৪%।

জুন ২০২১ পর্যন্ত সংস্থার কু-ঋণ সঞ্চিতি খাতে ২৩.৩৩ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে। বর্তমান খেলাপির পরিমাণ কু-ঋণ সঞ্চিতির ২৮৬.৫৪%।

এ বছরে নতুন ব্রাঞ্চ খোলার ফলে বর্তমানে ১৮৬টি ব্রাঞ্চ চালু আছে। অন্যদিকে সকল কার্যক্রমের পরিমাণগত ও গুণগত মানেরও উন্নয়ন হয়েছে।

এ অর্থবছর শেষে ব্রাঞ্চ-প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪.৮৩ কোটি টাকা। একইভাবে ব্রাঞ্চ-প্রতি সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২ কোটি টাকার ওপর। অন্যদিকে এ বছরে প্রতি মাঠকর্মীর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮১.৪৯ লক্ষ টাকা এবং প্রতি মাঠকর্মীর সঞ্চয়স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩৪.২৪ লক্ষ টাকা।

শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি

এ অর্থবছরে কোভিড-১৯এর কারণে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে শিশুদের পাঠদান বন্ধ ছিল। তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে পড়ালেখায় শিশুদের আগ্রহ বজায় রাখতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

এ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ১০০টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ৬,৭৬৬ জন শিশুসহ সর্বমোট ২,৪৫,৬৯৯ জন রোগীকে নানা ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ–এই চেতনা ধারণ করে পিকেএসএফের তত্ত্বাবধানে এ বছরও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২টি ইউনিয়নে ২টি 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং বহুমুখী সামাজিক সেবা কার্যক্রম চলছে।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিস্তৃতি

সিদীপের আইটি ইউনিটের সহায়তায় এ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি অন্যান্য সকল কর্মসূচিতে নতুন প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার ও অ্যাপসের ব্যবহার হয়েছে।

মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষণ

এ অর্থবছর শেষে জনবল কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪,৪২৯ জন হয়েছে। এ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে ৭১২ জনকে নিয়োগ এবং ১৩১ জনকে গ্রেড উন্নয়ন ও পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩৭,১১৬ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

এ অর্থবছরে প্রান্তিক মানুষের জন্য সামাজিক মূলধন তৈরিতে এনজিওদের ভূমিকা বিষয়ক একটি গবেষণা-প্রবন্ধ অনলাইন আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক'-এর ৩টি সংখ্যা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট মহলে বিতরণ করা হয়েছে।

কৈশোর কর্মসূচি

সমাজের নানা ধরনের অবক্ষয়রোধে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সংস্থা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

নিরীক্ষা কার্যক্রম

সিদীপের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক বছরান্তে সংস্থা অডিট করেছে। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে 'সিদীপ'-এর অডিট করেছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে এ অর্থবৎসরে সংস্থার ব্রাঞ্চে ৪৮০টি সাধারণ অডিট এবং ১০০টি সার্বিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

সংস্থার আর্থিক অবস্থা

এ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে ১২৪.৫০% যা বিগত বছরে ছিল ১২৭.৭৮%।

এ অর্থবছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ১৭৮.৬৭ কোটি টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৪৭.৬৬ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে এ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে ৩১.০১ কোটি টাকা।

এ অর্থবছর শেষে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৮৯৮.৮৭ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, গভ. ট্রেজারি বন্ড এবং এসটিডি হিসাবে বিনিয়োগকৃত ৭৭.৮৯ কোটি টাকাসহ এ অর্থবছরে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৯৭৬.৭৬ কোটি টাকা।

জুন ২০২১এ সিদীপের মোট দায় রয়েছে ৭২৭.১৮ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে ১,০৩৯.৫১ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দায়-সম্পত্তির হার ৬৯.৯৫% যা বিগত বছরে ছিল ৬৩.৯৮%। বর্তমানে সংস্থার তহবিল পর্যাপ্ততা ৩৩.৫০% যা বিগত জুন ২০২০এ ছিল ৩৮.৯৮%।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিবস পালন

মুজিব বর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিবস পালন এবং 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় সিদীপ কার্যালয়ে। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক জনাব মনসুর আলম, সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা ও সিদীপের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব এ কে এম হাবিব উল্লাহ আজাদ। সবশেষে কবিতা আবৃত্তি করেন মিঠুন দেব।

সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকের বঙ্গবন্ধু সংখ্যা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের সেই মহানায়ক যাঁর হাতে রচিত হয়েছে বিশ্ব-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়–বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকের চলতি বর্ষের ২য় সংখ্যাটি (ডিসেম্বর ২০২০-মার্চ ২০২১) আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণমূলক রচনা, গল্প, চলচ্চিত্র ও বই-আলোচনা এবং আরও কিছু প্রাসঙ্গিক লেখা নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ছিল:

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ
- আশরাফ আহমেদের লেখা - পিতার প্রতি শ্রদ্ধা: মুজিব-বর্ষ মুজিব-স্মৃতি
- সাক্ষাৎকার - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত
- শাহজাহান ভুঁইয়ার লেখা - ইতিহাসের মহানায়কের সাথে কিছুক্ষণ
- আখতার জামানের লেখা - একটি কাঠের চেয়ারের গল্প
- সৈয়দ লুৎফর রহমানের লেখা - চেতনার উৎস: শেখ মুজিব
- সালেহা বেগমের লেখা - বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানবিকতা
- মাহ্‌ফুজ সালামের লেখা - কথার অমরত্ব ও স্থপতি বঙ্গবন্ধু
- দেওয়ান মামুনূর রশিদের লেখা - ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু
- রঞ্জন মল্লিকের লেখা - বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও বাগদাদি বংশোদ্ভূত জ্যাকব
- সৈকত হাবিবের লেখা - বঙ্গজননী: আত্মকথনের ভঙ্গিতে চমৎকার উপন্যাস
- আলাউল হোসেনের লেখা - শেকড় থেকে শিখরে: ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির ইতিহাস
- নোমান রবিনের লেখা - তথ্যচিত্র: হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন, আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা, জ্ঞানানুরাগ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও চর্চার মাধ্যমে তাঁর চেতনা ও আদর্শকে আত্মস্থ করে কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়নের ধারাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা শিক্ষালোকের এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য।

সিদীপে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০২১

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি সিদীপ তার অসচ্ছল সদস্যগণের সন্তানদের জন্য "বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি" প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির "বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি নীতিমালা ২০২০"-এর আলোকে সংস্থা ১৫ জন উচ্চ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য মনোনীত করেছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ দুপুরে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

উক্ত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এমআরএ-র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সিডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল আউয়াল ও এমআরএ-র সহকারি পরিচালক (পিএস টু ইভিসি) জনাব সৈয়দ আশিক ইমতিয়াজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া।

বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন সিদীপের জিএম (মানবসম্পদ বিভাগ) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সৈয়দ লুৎফর রহমান। দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে আগত ১৫ জন উচ্চশিক্ষার্থীর প্রত্যেকের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আগত প্রত্যাশী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের শিশুশিক্ষার্থী কর্তৃক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে স্বাধীনতা দিবস পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা ও পরিচালক (ফিন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) এস. আবদুল আহাদসহ প্রধান কার্যালয়ের প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মী এতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশ নেন সিদীপের বিভিন্ন কর্মী। বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন আলমগীর খান, মাঈনুল ইসলাম ও মিঠুন দেব। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিশি, সুমী, পলাশ, জাহিদ, মোহাম্মদ আলী, মিঠুন ও মনজুর শামস।

‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক রচনা/গল্প/কবিতা প্রতিযোগিতা আয়োজন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মার্চ ২০২১এ সিদীপ সকল কর্মীর জন্য ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক একটি রচনা/গল্প/কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে প্রতি ক্ষেত্রে ১ জন করে মোট ৩ জন বিজয়ী হয়েছেন। করোনাভাইরাসজনিত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে গৃহহীনদেরকে গৃহ উৎসর্গ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় রতনপুর ইউনিয়নের ১৪টি গ্রামে ৫১টি গৃহহীন পরিবারের মাঝে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়। গত বছর ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয় এবং এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করে উক্ত পরিবারগুলোর মাঝে গৃহগুলো বিতরণ করা হয়। গৃহহীন মানুষেরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গকৃত গৃহগুলো পেয়ে খুবই খুশি।

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিযোগিতা

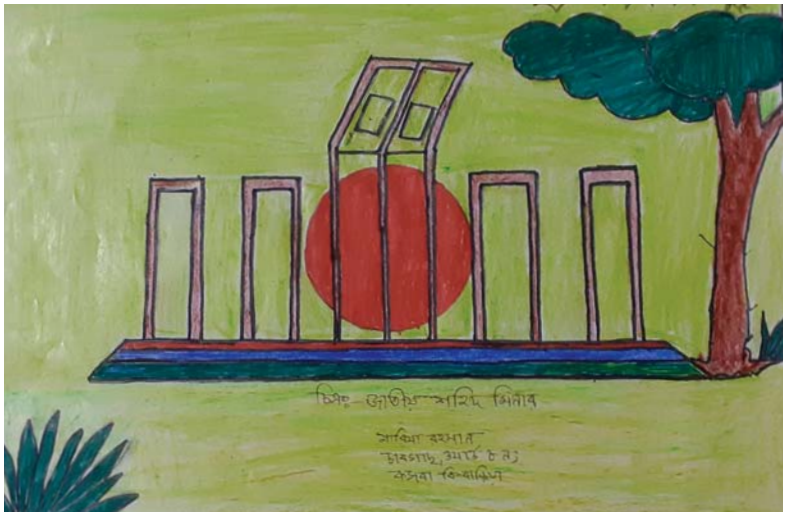

বাঙ্গালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পিকেএসএফ ও সিদীপ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মুলগ্রাম ইউনিয়ন ও রতনপুর ইউনিয়নে উন্নয়নে যুব সমাজ কর্মসূচির আওতায় যুবাদের নিয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়: কবিতা লেখা, প্রবন্ধ/গল্প লেখা, চিত্রাংকন ও যুব কার্যক্রমের আওতায় সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

১-১৬ ডিসেম্বর ২টি ইউনিয়নে ১৮টি ওয়ার্ডে যুব সমাজের অংশগ্রহণে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে প্রতিটি বিষয়ে ২ জনকে বাছাই করে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচন করা হয়। মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

আর্থিক সেবা

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯-সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারির কারণে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান রক্ষা করে বিস্তৃতি ও পরিমাণের দিক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে কিছুটা বাধাগ্রস্ত হতে হয়েছে। তারপরও সিদীপ থেমে থাকেনি, সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে গুণগতমান ঠিক রেখে এগিয়ে যেতে এবং প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছেও। সিদীপ সবসময় চেষ্টা করে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে নতুন নতুন কর্মএলাকার অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় আনতে। আর তারই ধারাবাহিকতায় এ অর্থবছরেও বর্তমান কর্মএলাকার বাহিরে সম্পূর্ণ নতুন এলাকায় ১০টি ব্রাঞ্চ বাড়ানো হয়েছে। সিদীপ বর্তমানে বাংলাদেশের ২১টি জেলার ১২৭টি উপজেলার ১,৩৮৪টি ইউনিয়ন/পৌরসভায় এবং ৬,২৬৩টি গ্রামে ১৮৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উক্ত কার্যক্রমের আওতায় সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতার এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগ/কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সংস্থা বিভিন্ন ধরনের ঋণসেবা প্রদান করছে। যেমন: জাগরণ ঋণ, অগ্রসর ঋণ, বুনিয়াদ ঋণ, সমৃদ্ধি কর্মসূচি ঋণ, সুফলন ঋণ, সোলার ঋণ, জীবনমান উন্নয়ন ঋণ, এসএমএপি ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ, স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ, Livelihood Restoration Loan (এলআরএল) এবং আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (আরআরএসএল)। উদ্যোক্তার প্রকল্পে নিজস্ব বিনিয়োগ এবং ঐ প্রকল্পে তার কি পরিমাণ ঋণ চাহিদা আছে তার ওপর ভিত্তি করে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ বিতরণের পূর্বে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় যাতে ঋণ আদায়ে কোন সমস্যা না হয়।

ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ

সিদীপ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিমাণ বা সংখ্যাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগতমানকেও আপোশহীন গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯এর কারণে কোন কোন সূচকে একটু অবনতি হলেও তা উন্নত করার জন্য সকল পর্যায় থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। বিগত অর্থবছরের (২০১৯-২০২০) সাথে চলতি অর্থবছরের ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের পরিমাণগত ও গুণগতমানের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	অর্থবছর শেষে অবস্থান		বর্তমান অর্থবছরে হ্রাস/বৃদ্ধি
		অর্থবছর ২০১৯-২০২০	অর্থবছর ২০২০-২০২১	
১	OTR (On Time Recovery Rate)	১০০	৯২.০০	-৮.০০
২	CRR (Cumulative Recovery Rate)	৯৯.৮৪	৯৯.১৪	-০.৭
৩	PAR (Portfolio at Risk)	১.৯৩	১৭.৬০	১৫.৬৭
৪	কর্মী: স্টাফ (%)	৫৯.৪৭	৫৯.৬১	০.১৪
৫	সদস্য: ঋণী (%)	৮১.২৫	৮১.০৭	-০.১৯
৬	কর্মী: সদস্য	২৪৪.১৩	২৫০.০১	৫.৮৮
৭	কর্মী: ঋণী	১৯৮.৩৬	২০২.৬৯	৪.৩৩
৮	কর্মী: সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	৩৫.০০	৩৬.৫৬	১.৫৬
৯	কর্মী: ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	০.৭২	০.৮৭	০.১৫
১০	সঞ্চয়: ঋণস্থিতি (%)	৪৮.৩৭	৪২.০২	-৬.৩৫
১১	ঝুঁকিপূর্ণ ঋণী (%)	২.২০	২২.১৯	১৯.৯৯

নোট: সর্বমোট কর্মী ১১০৩ জন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা ১০২০ জন এবং ব্রাঞ্চ একাউন্ট্যান্ট ১৩ জন, মোট ১০৩৩ জন। ১০৩৩ জন কর্মীকে নিয়ে সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ বের করা হয়।

ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

বিগত অর্থবছরের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	বিবরণ	অবস্থান: জুন ২০২০	অবস্থান: জুন ২০২১	হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১	ব্রাঞ্চ	১৭৫	১৮৬	১১	৬.২৯%
২	মোট কর্মী	১,৬২৬	১,৭৩২	১০৬	৬.৫২%
৩	মোট মাঠ কর্মী (এফও)	৯৬৭	১১০৩	১৩৬	১৪.০৬%
৪	সদস্য সংখ্যা	২,৩৬,০৭৫	২,৫৮,২৬২	২২,১৮৭	৯.৪০%
৫	ঋণী সংখ্যা	১,৯১,৮১৩	২,০৯,৩৭৪	১৭,৫৬১	৯.১৬%
৬	মোট সঞ্চয়স্থিতি (লক্ষ টাকা)	৩৩,৮৪২.৪৩	৩৭,৭৬৭.৪৫	৩,৯২৫.০২	১১.৬০%
৭	মোট ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	৬৯,৯৬৩.২৮	৮৯,৮৮৩.৪৪	১৯,৯২০.১৬	২৮.৪৭%
৮	বকেয়া (জন)	৪,২১৬	৪৬,৪৫২	৪২,২৩৬	১০০১.৮০%
৯	বকেয়া (লক্ষ টাকা)	১,০৩৪.০২	৬,৬৮৪.৯২	৫,৬৫০.৯০	৫৪৬.৫০%
১০	মোট বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,০৯,২৫৫.৫০	১,৩৮,২৭৯.৯১	২৯,০২৪.৪১	২৬.৫৯%
১১	প্রতি টাকা ঋণ বিতরণের ব্যয়	০.০৮	০.০৮	০	০
১২	কার্যক্রম স্বয়ম্ভরতা	১২১.০৯%	১২১%	-.০৯	-.০৭

নোট: ১. এ অর্থবছরে সংস্থার ব্রাঞ্চ সংখ্যা পূর্বের ১৭৫ থেকে ১০টি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনো ব্রাঞ্চের অবয়ব ও কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ায় সুবিধার জন্য এমন ব্রাঞ্চের প্রত্যেকটিকে ২টি ব্রাঞ্চে বিভক্ত করে মোট ব্রাঞ্চ বর্তমানে ১৮৬টি ধরা হয়েছে। এরকম বিভক্ত ব্রাঞ্চগুলোর (ব্রাঞ্চ-১ ও -২) দুটিকে ১টি করে ধরলে সংস্থার মূল ব্রাঞ্চ মোট ১৬১টি ও ব্রাঞ্চ-২ আছে ২৫টি (মোট ১৮৬)।

নোট: ২. সারি ৮ ও ৯এ উল্লিখিত বকেয়া (জন ও টাকা) কোভিড-১৯এর কারণে এ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে–যা কমানোর জন্য সংস্থার সকল পর্যায় থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা

সিদীপ সদস্যদের ঋণের চাহিদা বিবেচনা করে এবং তাদের বাস্তব অবস্থার নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের ঋণ বিতরণ করে থাকে। খাতভিত্তিক বিভিন্ন ঋণের বিতরণ তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	জুলাই '১৯ হতে জুন '২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)			জুলাই '২০ হতে জুন '২১ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)		
		জন	টাকা (পরিমাণ)	ঋণস্থিতি	জন	টাকা (পরিমাণ)	ঋণস্থিতি
১	জাগরণ (সাধারণ)	১,২৬,২৫৯	৪৯,৫৮১.৯৮	৩০,৬৯২.০৯	১,২৩,৩৮৫	৫১,২৫০.০১	৩১,৩৯৩.২৭
২	অগ্রসর (উদ্যোক্তা)	৪১,৪৩৪	৫২,৫৪৮.১১	৩৪,৮০১.৮৫	৫০,৮৫২	৬৯,৩৮০.৯১	৪৭,৮৫৭.৬০
৩	বুনিয়াদ (হতদরিদ্র)	৬৭৫	১২৩.৫২	৬৭.১২	১,৪৭৮	২৫৭.৪৪	১৩০.১৮
৪	সুফলন (মৌসুমী)	৭,০২১	১,৮৮০.২০	৭৯০.৯	৪,২৪৩	১,১০১.৮৫	৫৬৪.০৫
৫	এসএমএপি (কৃষিখাত)	১০১৮৯	২,৭৫৬.৯৭	২,০৮১.৮৩	১৯,৫০৭	৫,১৫৩.৫৮	২,৪০৩.৩৫
৬	সমৃদ্ধি-আইজিএ	১,২১০	৬০২.০২	৩৬৭.২৩	১,২৪০	৬৪০.৭৭	৩৬৫.৬৭
৭	সোলার	১৩৬	২০.৩৫	১০.৬৯	-	-	১.৪১
৮	জীবনমান উন্নয়ন (এলআইএল)	৩,৭৩৪	৭২৩.৩২	৪৪১.৩৬	৭,৬৫৩	১,৪৯১.০৭	৯৯০.৫৭
৯	ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পর ঋণ (এমডিপি)	২৭৬	১,০০২.৯০	৬৯৪.৪৯	৫৯৯	১,৮৬৭.৪০	১,০৯১.৯৫
১০	স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ (এসডিএল)	১২২	১৬.২৬	১৫.১৭	৬০	৮.৭৪	১.২৩
১১	Livelihood Restoration Loan (LRL)	-	-	-	২৪১৭	১,১২৫.১৪	৬৮৫.২৮
১২	আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (আরআরএসএল)	-	-	-	১০,৯৪৯	৬,০০৩.০০	৪,৩৯৮.৮৮
	মোট	১,৯১,০৫৬	১,০৯,২৫৫.৬৩	৬৯,৯৬২.৭৯	২,২২,৩৮৩	১,৩৮,২৭৯.৯১	৮৯,৮৮৩.৪৪

খাতভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ঋণী সংখ্যা, ঋণ বিতরণের পরিমাণ ও ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে জাগরণ ঋণী -২.২৮%, ঋণবিতরণ ৩.৩৬% ও ঋণস্থিতি ২.২৮%। অগ্রসর ঋণী সংখ্যা ২২.৭৩%, ঋণবিতরণ ৩২.০৩% ও ঋণস্থিতি ৩৭.৫১%। বুনিয়াদ ঋণী সংখ্যা ১১৮.৯৬%, ঋণবিতরণ ১০৮.৪২% ও ঋণস্থিতি ৯৩.৯৪%। ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পর (এমডিপি) ঋণী সংখ্যা ১১৭.০৩%, ঋণ বিতরণ ৮৬.২০% ও ঋণস্থিতি ৫৭.২৩%। সমৃদ্ধি-আইজিএ ঋণী সংখ্যা ২.৪৮%, ঋণ বিতরণ ৬.৪৪% ও ঋণস্থিতি -০.৪৩%। জীবন মান উন্নয়ন ঋণে (এলআইএল) ঋণী সংখ্যা ১০৪.৯৫%, ঋণ বিতরণ ১০৬.১৪% ও ঋণস্থিতি ১২৪.৪০%। পাশাপশি সুফলন ও এসএমএপি ঋণের চাহিদাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল খাতের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিগত বছরের তুলনায় এ বছরে ১৬.৪০% ঋণী, ২৬.৫৭% ঋণবিতরণ এবং ২৮.৪৭% ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন ঋণ প্রোডাক্ট ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯এর কারণে অনেক সদস্যর প্রকল্প নষ্ট হয়ে গেছে আবার কারো কারো আয় মারাত্মকভাবে কমে গেছে। নতুন করে প্রকল্প শুরু করার মত আর্থিক সক্ষমতা অনেকের নাই এবং কৃষি কাজে বিনিয়োগ করার মত পুঁজি তাদের হাতে নাই। অনেক প্রবাসীকর্মী প্রবাসে তাদের কাজ হারিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন, আবার অনেকে ছুটিতে দেশে আসার পর আর বিদেশে যেতে পারেননি। ফলে অনেকেই মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য পিকেএসএফ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় Livelihood Restoration loan (LRL) এবং আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (আরআরএসএল) এই দুটি নতুন ঋণ প্রোডাক্ট চালু করা হয়েছে। এই ঋণের আওতায় জুন '২১ মাস পর্যন্ত Livelihood Restoration loan (LRL) বাবদ ২,৪১৭ জনকে ১১,২৫,১৪,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যার ঋণস্থিতি ৬,৮৫,২৭,৫২২ টাকা এবং আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (আরআরএসএল) বাবদ ১০,৯৪৯ জনকে ৬০,০৩,০০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যার ঋণস্থিতি ৪৩,৯৮,৮৭,৯৯২ টাকা রয়েছে। এই ঋণ বিতরণের ফলে তারা নতুন করে প্রকল্প শুরু করায় নতুন আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি কাজে এই ঋণ বিনিয়োগ করার ফলে কৃষির উৎপাদনও ভাল হয়েছে। প্রবাসীগণ এই ঋণ পাওয়ার পর নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

এলাকা ও ব্রাঞ্চ সম্প্রসারণ

সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা, সাংগঠনিক কাঠামো ও আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান কর্ম-এলাকার মধ্যেই ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০টি নতুন ব্রাঞ্চ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ সম্প্রসারণের ফলে নতুন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, সেবার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংস্থার কর্মীদের মধ্যে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন ১০টি ব্রাঞ্চ সম্প্রসারণ করার ফলে আরও ১টি উপজেলা ২৪টি ইউনিয়ন/পৌরসভা এবং ৭৪টি গ্রামে নতুন করে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সঞ্চয় সেবা কার্যক্রম

সমিতিবদ্ধ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের প্রদত্ত সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে সদস্যদের পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সংস্থায় চার ধরনের সঞ্চয় প্রোডাক্ট চালু রয়েছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ): সমিতির সাপ্তাহিক সভায় কিস্তির সাথে এবং যারা মাসিক সদস্য তারা মাসিক কিস্তির সাথে জমা করে থাকেন।

স্বেচ্ছা সঞ্চয়: সদস্যগণ সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তির সাথে তাদের ইচ্ছা ও আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী সঞ্চয় জমা করতে পারেন। এছাড়াও যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করার পাশাপাশি সমিতির সভায় এক কিস্তির সমপরিমাণ এবং অফিস চলাকালে অফিসে এসে প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করতে পারেন।

মাসিক মেয়াদী সঞ্চয়: সদস্যগণ ১০০ টাকা থেকে গুণিতক হারে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সঞ্চয় হিসাব খুলতে পারেন। এই সঞ্চয় সাপ্তাহিক সদস্যগণ মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে এবং মাসিক সদস্যগণ মাসিক কিস্তি প্রদানের সময় জমা করে থাকেন।

মেয়াদী (এফডিআর): নির্দিষ্ট মেয়াদে এককালীন জমা করার জন্য একটি হিসাব খুলতে পারেন। সদস্য নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হিসাব খুললেও সদস্যর জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় হিসাবটি বন্ধ করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী তিনি সুদ প্রাপ্য হবেন। প্রোডাক্টভিত্তিক সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	অর্থবছর শেষে স্থিতি		বর্তমান অর্থবছরে হ্রাস/বৃদ্ধি	অগ্রগতির হার%
		জুন ২০২০ (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২১ (লক্ষ টাকা)		
১	বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ)	২১,০১৩.২৫	২৩,০৫৯.৮১	২,০৪৬.৫৬	৯.৭৪%
২	স্বেচ্ছা সঞ্চয়	৪,৮৮০.০৬	৫,৫৫৭.৩৩	৬৭৭.২৭	১৩.৮৮%
৩	মেয়াদী সঞ্চয় (MTS)	৭,৫৪৭.৭৩	৮,৩৯৬.৮৯	৮৪৯.১৭	১১.২৫%
৪	মেয়াদী স্থায়ী আমানত (এফডিআর)	৪০১.৪০	৭৫৩.৪২	৩৫২.০২	৮৭.৭০%
	মোট	৩৩,৮৪২.৪৪	৩৭,৭৬৭.৪৫	৩,৯২৫.০২	১১.৬০%

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমের মাসওয়ারি সার্বিক তথ্য

মাসের নাম	মোট সদস্য	ঋণী সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি (লক্ষ টাকায়)	মাসের ঋণ বিতরণ (আসল) (লক্ষ টাকায়)	ঋণ স্থিতি (আসল) (লক্ষ টাকায়)	খেলাপি স্থিতি (আসল) (লক্ষ টাকায়)	
						জন	টাকা
জুলাই '২০	২,২৮,৩৬৫	১,৮৭,৪২৮	৩৩০,৭৩.৩৯	৬,৪৭২.৭৫	৬৮০,৯৯.৭০	৪,১৯৮	১০,২৫.৯৭
আগস্ট '২০	২,২৭,৯১৬	১,৮৪,৯৬৮	৩৩১,৯৬.০২	৫,৫৯৩.৮৯	৬৫৭,০৫.৪২	৪,১৭২	১০,১৯.৫৪
সেপ্টেম্বর '২০	২,৩১,০৪২	১,৮৭,১৬৯	৩৩৪,৮২.৫৯	১০,৮১২.৮৯	৬৬২,৬০.৪৮	৪,১৪০	১০,১০.৪০
অক্টোবর '২০	২,৩৩,৫৩৪	১,৮৮,৬৯৭	৩৩৫,৬৯.৩০	১১০,৭১.৬১	৬৭৬,৬১.১৯	৩৪,৩৯৩	২০,৯৫.৪৪
নভেম্বর '২০	২,৩৬,৭৮৫	১,৮৯,৭৯৮	৩৩৫,১২.৭২	১৩২,৪৭.৫১	৭০০,৮০.৫৮	২৯,১৭৯	২৭,৬১.৫৩
ডিসেম্বর '২০	২,৪২,২৯৮	১,৯২,১৯১	৩৩৮,০৪.৬৮	১৩৪,৮৭.০৭	৭২১,৬৬.১৯	২৫,৯৭১	৩২,৯০.৫২
জানুয়ারি '২১	২,৪৭,৭৭৫	১,৯৬,৩৬৫	৩৪১,৬০.৪০	১৬১,০৪.৭৯	৭৭০,১৪.৮৪	২৪,৪৪০	৩৮,০৬.৮২
ফেব্রুয়ারি '২১	২,৫৩,৯৮৯	২,০২,৩৫৬	৩৪৭,৮৩.৩৪	১৬৯,২৬.৬৬	৮৩৪,২৬.৯৭	২৩,০৩৮	৪১,৮১.৬৯
মার্চ '২১	২,৫৮,৬৬৬	২,০৭,০৬৯	৩৫৫,৫৪.৭৩	১৭৩,০৯.৩২	৮৯১,৬২.৬৫	২১,৯২৫	৪৫,৫০.০৮
এপ্রিল '২১	২,৫৬,২৬৫	২,০৫,০০৩	৩৫৫,৩৭.৫২	৩০,৫৫.৭৪	৮৭২,৯৯.৮২	২৮,৫৯৩	৫০,১৭.৮১
মে '২১	২,৫৬,১৩৬	২,০২,৮৯৭	৩৫৮,৫৩.৯৪	৭২,৫৭.১৫	৮৪৯,৭২.০৬	৫৬,৮০১	৬৩,৭৪.০৬
জুন '২১	২,৫৮,২৬২	২,০৯,৩৭৪	৩৭৭,৬৭.৪৫	১৬৯,৪০.৫২	৮৯৮,৮৩.৪৪	৪৬,৪৫২	৬৬,৮৪.৯২

খেলাপি স্থিতি (আসল)

কোভিড-১৯এর কারণে গত বছরের তুলনায় এ অর্থবছরে খেলাপির পরিমাণ বেশি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪২,২৩৪ জন যাদের টাকার পরিমাণ ৫৬,৫০,৯০,৪৩২। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য সংস্থা বছরব্যাপি নানামুখী উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা অব্যাহত রয়েছে। এ বছরেও বিশেষ করে কোভিডকালে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে খেলাপি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। বছর শেষে মোট খেলাপির পরিমাণ ৪৬,৪৫২ জন ও টাকার পরিমাণ ৬৬,৮৪,৯২,৭৪৩। এর বিপরীতে ঋণক্ষয় সঞ্চিতি করা আছে ২৩,৩২,৭৮,৯৮৬ টাকা। এ বছর ঋণ অবলোপন করা হয়েছে ৪৮,৩৬,৮৪৪ টাকা।

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার

বর্তমান অর্থবছরে ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল খাতে মোট ১৩৮,৪৭৮,৭৭৯ টাকা আদায় হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৯৪,৩৩৭,১৩৭ টাকা। এ তহবিলে স্থিতির পরিমাণ ৩১৫,৭৮৬,৪৬৯ টাকা।

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলে যে টাকা আদায় হয় তা থেকে সদস্য ও সদস্যর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে দাফন-কাফন এবং অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ৫,০০০ টাকা নগদ প্রদান করা হয়। সংস্থার ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলের নীতিমালা অনুযায়ী সদস্য বা তার স্বামী মারা গেলে তাদের অপরিশোধিত ঋণ এই তহবিল থেকে মওকুফ করা হয়। ঋণ গ্রহণের পর বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, আগুনে পোড়া, শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া, অঙ্গহানি, দুরারোগ্য ব্যাধি, কুষ্ঠরোগ, দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা ও বিভিন্ন কারণে প্রকল্প নষ্ট হয়ে গেলে সকল প্রকার সঞ্চয় দিয়ে ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট ঋণস্থিতি মওকুফ করা হয়।

এছাড়াও সদস্যদের ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ+৫ পেলে যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা এবং ১৫,০০০ টাকা সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

শিক্ষা সহায়তা কার্যসূচি

(শিসকা)

দেশের শিশুশিক্ষায় সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ২০০৫ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি সিদীপের কর্ম-এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষায় সহায়তা দিয়ে থাকে। নিরক্ষর ও দরিদ্র মা-বাবার প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুর পরের দিনের ক্লাসের পড়া তৈরি করে দেয়াই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এজন্য বেছে নেয়া হয় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের। ব্যাপক সফলতার পর পিকেএসএফের অনেক শরিক উন্নয়ন সংস্থা ও 'আশা' এই কর্মসূচি অনুসরণ করে এটির ব্যাপ্তি অনেক বাড়িয়ে তোলে।

প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলেও শিশুদের শিক্ষার সার্বিক মান বৃদ্ধিতে বেশকিছু সময়োপযোগী ও কার্যকর অনুষঙ্গ এতে যোগ হয়েছে। এ কর্মসূচিতে একে একে যোগ হয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রবীণ সংবর্ধনা, প্রকৃতি পাঠ এবং মা-বাবাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

করোনা মহামারি প্রতিরোধে সরকার ২০২০ সালের ১৭ মার্চ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করলে শিসকের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতেও নিয়মিত পাঠদান বন্ধ করা হয়। তবে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে শিসক শিক্ষিকাগণ তাদের শিশুশিক্ষার্থীদের পড়াশোনার খোঁজখবর রাখছেন এবং শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ার দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছেন। শিক্ষা সুপারভাইজারগণ মোবাইল ফোনে যোগাযোগ রেখে তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করছেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি তারা শিশু শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দিচ্ছেন কী করে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে, কীভাবে হাত ধুতে হবে, সঠিক নিয়মে কী করে মাস্ক পরতে হবে।

শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পাঠদান বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত সিদীপের ১২৮টি শাখায় শিসক পরিচালিত হচ্ছিল। কর্মরত শিক্ষা সুপারভাইজার ছিলেন ১২৯ জন (চারগাছ শাখায় ২ জন)। ২৫৭০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে চালু ছিল ২,৪৩৪টি, শিসক শিক্ষিকা ছিলেন ২,৪৩৪ জন। মোট শিক্ষার্থী ছিল ৫৪,১২১ জন, যার ভেতরে বালিকা ছিল ২৮,০৮২ জন এবং বালক ছিল ২৬,০৩৯ জন। শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশু ছিল ৩৭৭ জন এবং সিদীপ সমিতির সদস্যদের সন্তান ছিল ৮,৫২৫ জন। বর্তমানে শিসকে শিক্ষা সুপারভাইজার হিসেবে কর্মরত আছেন ১১১ জন এবং শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত আছেন ২,২৪৫ জন। শিক্ষার্থীদের পড়ানো বন্ধ থাকলেও শিক্ষা সুপারভাইজার ও শিক্ষিকাগণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পূর্ণ মেনে শিশুদের পড়াশোনার খোঁজখবর রাখছেন এবং তাদের ও তাদের পরিবারকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করছেন।

এ ছাড়া শিক্ষিকা ও শিক্ষা সুপারভাইজারদের নিয়ে ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে যে শিক্ষিকা সমিতি গঠন করা হয়েছিলো তার মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষিকা ও শিক্ষা সুপারভাইজার সঞ্চয় করছেন এবং তাদের অনেকেই নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন।

করোনা মহামারি দূর হওয়ার পর দেশে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়া মাত্র গ্রামে গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার উঠান স্কুলে এই শিশুশিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদান ও অন্যান্য কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে।

করোনা মহামারিকালে শিসক শিশুদের অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ: ২০২১এর জুন মাস নাগাদ প্রাইমারি স্কুলের অনলাইন ক্লাসে অংশ নিচ্ছিল ১,৩৪৫ শিসক শিশু এবং মোবাইল ক্লাস, ইমো ও অ্যাসাইনমেন্টে অংশ নিচ্ছিল ১৪,২৬৯ জন শিশু। অর্থাৎ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের ক্লাসে অংশ নিচ্ছিল মোট ১৫,৬১৪ জন শিসক শিশু। উল্লেখ্য, শিশু শ্রেণির শিশুদের অনলাইনে শিক্ষা দেয়া হয় না। তা ছাড়া অনলাইন ক্লাসে তারাই অংশ নিতে পারে যাদের স্মার্টফোন আছে।

শিক্ষা সুপারভাইজারদের মাঝে বই নিয়ে রচনা-প্রতিযোগিতা

২০২০এর শুরুতে ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণে আগত প্রত্যেক শিক্ষাসুপারভাইজারকে 'আমাদের শিক্ষা: নানা চোখে' শীর্ষক বইটি দেয়া হয়েছিল এবং বইটির ওপর একটা রচনা-প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা হয়েছিল। "আমাদের শিক্ষা: নানা চোখে - এ বই পড়ে আমি কী শিখলাম এবং শিক্ষা প্রসঙ্গে আমার চিন্তা" শীর্ষক এ রচনা-প্রতিযোগিতায় সকল শিক্ষাসুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত রচনাসমূহ মূল্যায়ন করে ২৩টি সেরা লেখা বাছাই করা হয়েছে। করোনা-পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেরা রচনা-লেখকদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

সিদীপ মডার্ন স্কুল

উপশহর এলাকা ও গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সংস্থার উদ্যোগে সিদীপ মডার্ন স্কুল নামে ফরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় এর ১৮টি ক্যাম্পাস চালু ছিল। আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ায় ২০২০এর ডিসেম্বর থেকে এর সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। স্থানীয় ব্যক্তি বা সংগঠন যারা এরূপ স্কুল চালাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এগুলো সম্পূর্ণ তাদের মালিকানায় হস্তান্তর করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে ২০২১এর শুরু থেকে সংস্থার আর কোনো সিদীপ মডার্ন স্কুল নেই। তাই বর্তমানে সিদীপের কোনো ফরমাল স্কুল নেই।

রূপা আক্তার

একজন উদ্যমী উদ্যোক্তা

অভাবের কারণে বাবা-মা তার পড়ালেখা চালাতে পারেননি। ৯ বছর আগে কিশোরী বয়সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ঝাউতলা বিডব্লিউ-ফোর বাংলো এলাকার মোহাম্মদ কামরান নামের এক দিনমজুরের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ি এসে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে নিজের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলেন স্বামীকে। স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সম্মতিক্রমে সংসারের সব কাজ সামলে আবার পড়াশোনা শুরু করেন। বছর পাঁচেক আগে এসএসসি পাস করে সিদীপের কর্নেলহাট শাখায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে একজন শিক্ষিকা হিসেবে কাজ শুরু করেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে খুব যত্নের সঙ্গে পড়াতে পড়াতে ঠিক করেন নিজের পড়াশোনাও চালিয়ে যাবেন। এক সময় এইচএসসি পাস করেন। এরপর বুঝতে পারেন বাড়তি আয়ের একটি পথ খুলতে না পারলে নিজেকে পুরোপুরি স্বাবলম্বী করতে পারবেন না। ফাঁকে ফাঁকে রূপচর্চার ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে এক সময় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেদের বাড়িতেই একটি বিউটি পার্লার খুলবেন। সেই ইচ্ছে থেকেই ২০২০ সালের ২০

জানুয়ারি সিদীপ থেকে ঋণ নিয়ে নিজেদের বাড়িতে বিউটি পার্লার খোলেন। বেশ ভালোই চলছে তার পার্লার ব্যবসা। ভাবছেন ভবিষ্যতে আরো ভালো কোনো জায়গায় আরো বড় বিউটি পার্লার খুলবেন এবং একই সঙ্গে লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন।

বর্তমানে আরো এক সন্তানের আগমনের অপেক্ষায় থাকা রূপা আক্তারের পরিবারের সদস্য পাঁচজন–তারা স্বামী-স্ত্রী, তিন বছরের এক মেয়ে আর শ্বশুর-শাশুড়ি। নিজের বাড়ির ও শ্বশুরবাড়ির দারিদ্র্য তাকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি, বরং স্পৃহা জাগিয়েছে দৈন্যদশা ঘুচানোর। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন নিজের ভাগ্য গড়ার। ■

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

১৯৯৫ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি পরিচালনা করতে গিয়ে সিদীপ উপলব্ধি করে যে সদস্যদের অনেকেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির জন্য তাদের আয়ের একটি বিরাট অংশ খরচ করে ফেলেন। এমন বাস্তবতায় সংস্থা ২০১৩ সাল থেকে মাত্র ২টি শাখার মাধ্যমে নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু করে। সময়ের সাথে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে ১৯টি জেলায় ১০০টি শাখায় সাফল্যের সাথে উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে সিদীপের ১০০টি শাখায় ২ জন অপ্টোমেট্রিস্টসহ ১০২ জন উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) এবং ১৮৭ জন হেলথ ভলান্টিয়ার (Health Volunteer) কর্মরত রয়েছেন।

আগাম রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতাভুক্ত কতিপয় সেবাকার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। সিদীপের বিভিন্ন সমিতি ও ব্রাঞ্চ পর্যায়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে আগত রোগীদের প্রাথমিক হেলথ স্ক্রিনিং (ওজন মাপা, ব্লাড প্রেসার মনিটরিং, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, গর্ভধারণ সনাক্তকরণ ইত্যাদি), বিএমডিসির নীতিমালা অনুসরণ করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান, প্রাথমিক চক্ষুসেবার অংশ হিসাবে ভিশন কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে ভিজ্যুয়েল অ্যাকুইটি পরিমাপ ইত্যাদি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মূল উপকরণ। প্রধান কার্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্যটিম গঠন করে মোবাইল স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষা ও সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অংশ। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে নিয়োজিত হেলথ ভলান্টিয়ারগণ নিজ কর্ম-এলাকায় বাড়ি ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ লোকজনকে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদানসহ তাদের ওজন মাপেন, ব্লাড প্রেসার মনিটরিং করেন, ডায়াবেটিস ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করে থাকেন। সিদীপের শ্রীকাইল ও

কুটি শাখায় ভিশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত নিম্ন আয়ের প্রান্তিক জনগণের প্রাথমিক চক্ষুসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে অরবিস ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে সিদীপের এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসজনিত সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার ফলে আগের মত চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরেও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডসহ সংস্থার স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই ২০২০ থেকে শুরু করে জুন ২০২১ পর্যন্ত সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় মোট ২,৪৫,৬৯৯ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ২,১৪,২৩৭ জন মহিলা এবং ৩১,৪৬২ জন পুরুষ রয়েছেন। আর শিশু ৬,৭৬৬ জন। ফিল্ড স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ১,৫২,৫৬০ জন, ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ৮৮,১৬৫ জন এবং মোবাইল স্বাস্থ্যক্যাম্পে ৪,৯৭৪ জন রোগী সেবা গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্ত রোগীদের মধ্যে ২,০৪,০০০ জন সিদীপের সদস্য, ৩৯,২৩৫ জন সিদীপ পরিবারের সদস্য এবং ২,৪৬৪ জন সিদীপের সদস্য নন ।

সিদীপ কর্মী ও সদস্যদের করোনাভাইরাসে সংক্রমণ ও টিকা নেয়ার তথ্য

সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে নিয়োজিত উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারণ নিজ নিজ শাখায় কর্মরত সহকর্মী এবং শাখার অন্তর্গত সমিতি পর্যায়ের সদস্যদের মাঝে করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মানাসহ রোগ প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও সুস্থ হওয়া, মৃত্যু, করোনার টিকা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে প্রধান কার্যালয়ে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে প্রেরণ করেছেন। নিম্নের ছকে সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

জনগোষ্ঠি	করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন	সুস্থ হয়েছেন	মৃত্যুবরণ করেছেন	করোনাটিকার ১ম ডোজ গ্রহণ করেছেন	করোনাটিকার ২য় ডোজ গ্রহণ করেছেন
প্রধান কার্যালয়ের কর্মী	২৪	২৩	১	২৬	২৫
সিদীপের মাঠকর্মী	১০	৪	০	১	০
সিদীপের সদস্য	১০৮	৫৭	২	৫	০
মোট	১৪২	৮৪	৩	৩২	২৫

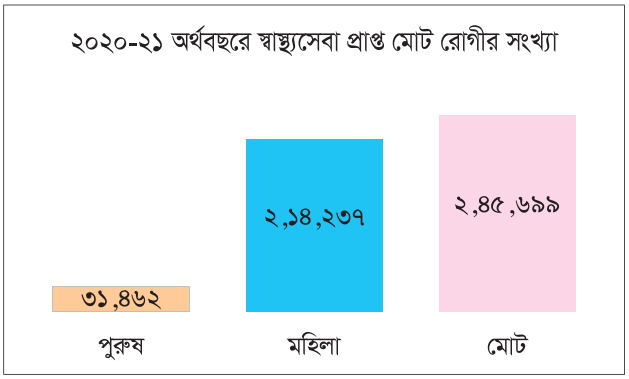

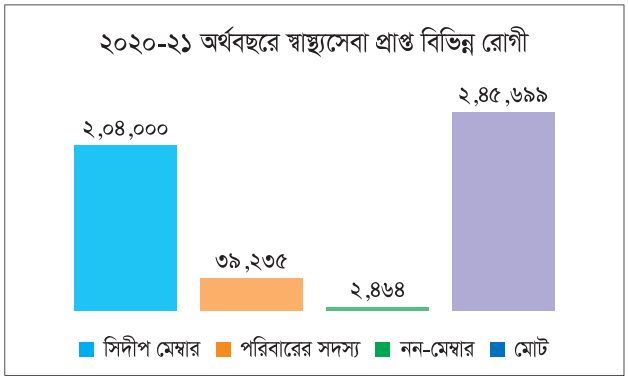

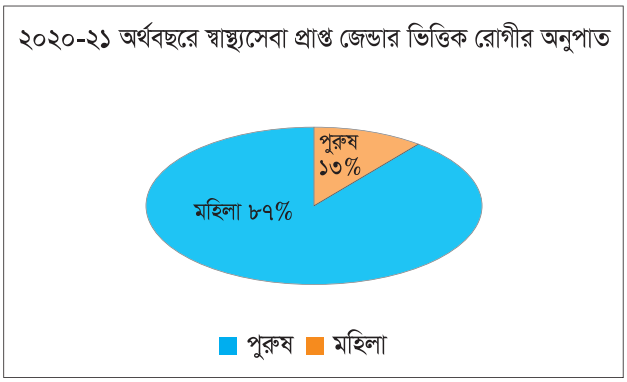

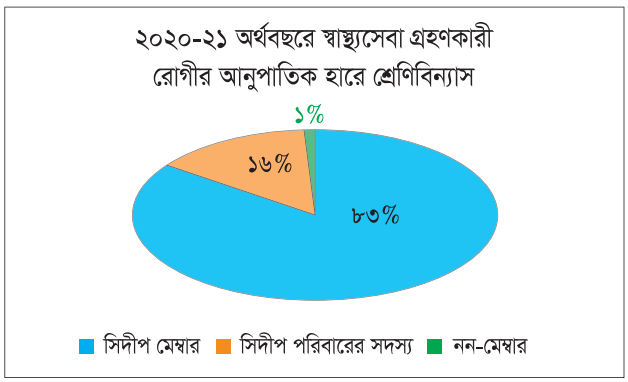

স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠির আনুপাতিক তথ্যচিত্র

অর্থবছর (২০২০-২১)	স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনকারী শাখা (সংখ্যা)	স্বাস্থ্যক্যাম্পে আগত রোগীর (সংখ্যা)	রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় (টাকা)	চশমা বিক্রয় (সংখ্যা)	চশমা বিক্রি বাবদ আদায় (টাকা)	মোট আদায় (টাকা)	মন্তব্য
অক্টোবর	৩	৬০০	৩০০০০	১২৮	২৫৬০০	৫৫৬০০	রেজি. ফি ৫০/- এবং প্রতি পিস চশমা ২০০/-
নভেম্বর	৩	৬৭৮	৩৩৯০০	১৫১	৩০২০০	৬৪১০০	ঐ
ডিসেম্বর	৫	১৩৮০	৬৯০০০	২৬৮	৫৩৬০০	১২২৬০০	ঐ
জানুয়ারি	৬	৯৪৫	৪৭২৫০	২২৮	৪৫৬০০	৯২৮৫০	ঐ
ফেব্রুয়ারি	৫	৯১৬	৪৫৮০০	১৫০	৩৭৫০০	৮৩৩০০	রেজি. ফি ৫০/- এবং প্রতিটি চশমা ২৫০/-
মার্চ	৬	৯৫৭	৪৭৮৫০	১৫৬	৩৯০০০	৮৬৮৫০	ঐ
(মোট) ৬	২৮	৫৪৭৬	২৭৩৮০০	১০৮১	২৩১৫০০	৫০৫৩০০	

স্বাস্থ্য ক্যাম্পের অর্জন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র

বিভিন্ন ধরনের রোগ ও রোগীর সংখ্যা

চোখের রোগ	রোগীর সংখ্যা	স্ত্রী-প্রসূতি রোগ	রোগীর সংখ্যা	শিশুরোগী	রোগীর সংখ্যা	অসংক্রামক ব্যাধি	রোগীর সংখ্যা
লো ভিশন	১৩২১	গর্ভকালীন সেবা	১৮৯৩	নিমোনিয়া	৮৮৬	হাইপারটেনশন	১৫০০৫
চোখের ছানি	৮৩৮	গর্ভপরবর্তী সেবা	২৮৮	প্রটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন	২৫১	ডায়াবেটিস	৮৭২৭
রিফ্রেক্টিভ ইরর	১৫৩	বন্ধ্যাত্ব	২৪	বাতজ্বর	৮৭	দীর্ঘমেয়াদী ফুসফুসের রোগ	১১৯৩
চোখ দিয়ে পানি পড়া	১০৫	লিউকুরিয়া	৩৪৮১	গলাব্যথা	৯৭৭	লোব্যাক পেইন	১৫৮৮৪
কনজাংটিভাইটিস	৮৯৫	পিআইডি	১৮৯	কানপাকা রোগ	৩৫০	হাইপারটেনশন ও ডায়াবেটিস	২৯১৬
গ্লুকোমা	৭৪	মাসিকজনিত সমস্যা	১৪৫৩	কৃমি	৯৯৭	ডিপ্রেশন	৩০১৫
ইনজুরি	১৯৩	জেনিটাল প্রলাপস	৭৫	ডায়রিয়া	৯৪৬	বাতরোগ	১৩৭৩
অন্ধত্ব	৬৯	ওভারিয়ান সিস্ট	৭			স্থূলতা	১২৮২
ব্লেফারাইটিস	১০৭					অটিজম	১১০
						কোষ্ঠকাঠিন্য	২০৫৮
						অনিদ্রা	১২৩৬
						মাথাব্যাথা	৬৬৭৭
						মাইগ্রেন	১৮২৭
						আইবিএস	১২৯৮
						থাইরয়েড সমস্যা	৬৭

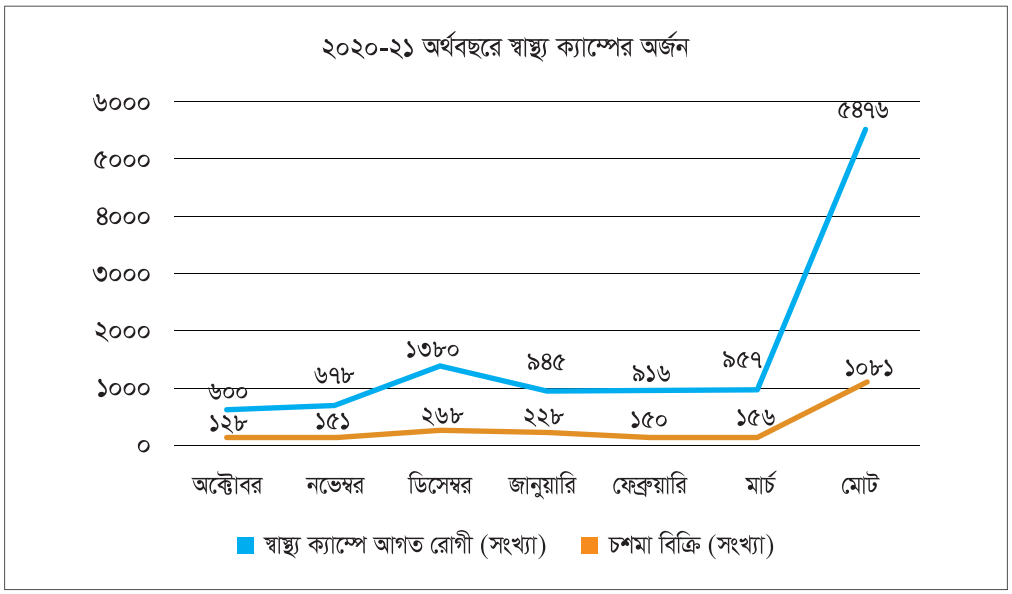

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী	ডায়াবেটিস টেস্ট	প্রেগন্যান্সি টেস্ট	রে-থেরাপি	নেবুলাইজেশন	ড্রেসিং	নন -মেম্বার রোগী দেখা	স্বাস্থ্যসেবা কার্ড প্রদান
উপ সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার	২৯৭৫৭	৫০	২০৩	২০২	৩৩	১২২৭	১৫১৫৯০
হেলথ ভলান্টিয়ার	৫৭৭৬৭	৫৭১৭	১২৯৩				
মোট	৮৭৫২৪	৫৭৬৭	১৪৯৬	২০২	৩৩	১২২৭	১৫১৫৯০

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ও সিদীপের যৌথ উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় সংস্থার চারগাছ ব্রাঞ্চের মূলগ্রাম ইউনিয়নে এবং একই জেলার নবীনগর উপজেলায় সংস্থার রতনপুর ব্রাঞ্চের রতনপুর ইউনিয়নে "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস যার মূল চেতনা 'উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ।' এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর টেকসই উন্নয়ন ও সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে উল্লিখিত দুটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯এর কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিধিনিষেধের কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। মানুষকে উন্নয়নের কেন্দ্রে রেখে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো:

শিক্ষা কার্যক্রম

নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের শিশুসন্তান যারা শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে তাদের শিক্ষায় সহায়তার উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামে মোট ৩০টি শিক্ষাকেন্দ্র এবং রতনপুর ইউনিয়নের ১৪টি গ্রামে মোট ৩০টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। তবে ২০২০এর মার্চ থেকে কোভিড-১৯এর কারণে সারাদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্রও বন্ধ রয়েছে। এ সময়ে ২ জন শিক্ষা সুপারভাইজার ও ১ জন সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা নিয়মিত শিক্ষিকাদের সাথে যোগাযোগ করছেন। পাশাপাশি শিক্ষিকাগণও সকল শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করে লেখাপড়ার খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

মূলগাম ইউনিয়নে ১৭টি গ্রামে মোট ৯০২৫টি এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪টি গ্রামে মোট ৬৮১১টি পরিবারের বসবাস। মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৮ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিদিন ২০-২৫টি পরিবার পরিদর্শন করেন। তারা টিকা গ্রহণ, বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুক গ্রহণ ও বহু বিবাহের কুফল, গর্ভবতী পরিচর্যা, শিশুর যত্ন নেওয়া, শিশু শিক্ষা এবং কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মানা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষকে সচেতন করেন।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিটি ইউনিয়নে ২ জন স্বাস্থ্য সহকারির মাধ্যমে মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৪৩৩টি ও রতনপুর ইউনিয়নে ৪০০টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক পরিচালনা করা হয় এবং মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৩,০৪৩ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে ১,৬৩৯ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২,৭৭১ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৩,৪৭৪ জন রোগীর ডায়াবেটিক টেস্ট করা হয় এবং তাদেরকে সুস্থ থাকার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয়।

উভয় ইউনিয়নে উঠান বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা, মা ও শিশুর যত্ন, কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার উপায় ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা হয়।

হতদরিদ্র পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন করে দেয়া হয়েছে, যা মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে দুটি ইউনিয়নে স্থাপনকৃত ৫০টি করে ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে।

ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্ত করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিগত অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১২ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৪ জনকে পুনর্বাসন করা হয়। পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হচ্ছে।

যে সমস্ত পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে এবং মহিলা প্রধান এমন পরিবারের সদস্যকে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১১ জনের মোট ১,১১,০০০ টাকা এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৫ জনের মোট ৫৬,০০০ টাকা সঞ্চয় জমা করা হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

সংস্থার দুটি ইউনিয়নেই সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রঘর রয়েছে, যা প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। এখানে প্রবীণরা উপস্থিত হয়ে পত্রিকা পড়েন, টিভি দেখেন, দাবা-ক্যারাম বোর্ড ইত্যাদি খেলেন। এছাড়াও এখানে গল্প করাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রতি ইউনিয়নে ১০০ জন অসচ্ছল প্রবীণকে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত প্রবীণদের দাফন-কাফন/সৎকার বাবদ মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৪ জনকে ২৮,০০০ টাকা এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১১ জনকে ২২,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন ও বজ্রপাত থেকে জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে এ অর্থবছরে এ দুটি ইউনিয়নে ২০০০টি তালগাছ রোপণ করা হয়েছে।

তালগাছ রোপণ

গবেষণা ও প্রকাশনা

গবেষণা

প্রান্তিক মানুষের জন্য সামাজিক মূলধন তৈরিতে এনজিওদের ভূমিকা বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ অনলাইন আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপন

CSWPD Foundation ও পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (PUB) যৌথ আয়োজনে সম্প্রতি ৩ থেকে ৬ এপ্রিল ঢাকায় Strengthening Social Solidarity, Community Resilience & Global Connectedness বিষয়ে WSWD2021 শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ৯৬ জনসহ মোট ১৫০ জন সমাজকর্মী ও গবেষক অনলাইনে তাদের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ও বক্তব্য রাখেন। ৪ এপ্রিল সম্মেলনে সিদীপের পক্ষ থেকে সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান Social capital building support by NGOs for empowerment, integration and social development of the poor and excluded শীর্ষক যৌথ গবেষণা-প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন।

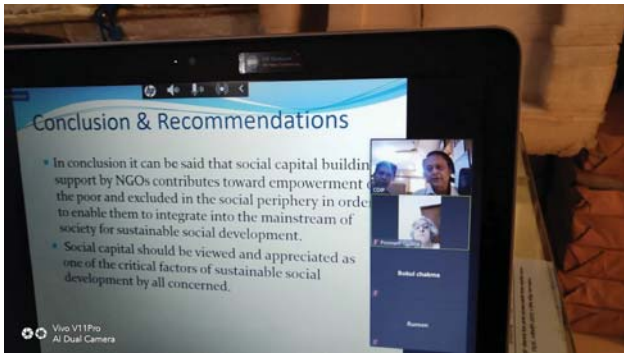

তাদের গবেষণায় দেখা যায়, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ গ্রামের দরিদ্র মহিলাদেরকে নিয়ে যে দল গঠন করে তা সামাজিক মূলধন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সামাজিক মূলধন অন্যান্য মূলধন যেমন ভৌত, প্রাকৃতিক, আর্থিক ও মানব মূলধন থেকে উন্নয়নের সুবিধা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে তারা প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয়, মানুষের মাঝে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, সহযোগিতার মনোভাব, পারস্পরিক বিশ্বাস, ইত্যাদির ভূমিকা সামাজিক জীবনে অপরিসীম। প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের জন্য এসব সামাজিক মূলধন সৃষ্টি করে তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে যুক্ত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভাষার লড়াই: বাংলায় জ্ঞানচর্চা

ছোটকাগজ 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' এবং শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোকে'র যৌথ উদ্যোগে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১এ সিদীপ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'ভাষার লড়াই: বাংলায় জ্ঞানচর্চা' শীর্ষক একটি আলোচনা। শিশির মল্লিক তার উপস্থাপিত মননশীল রচনায় বলেন, "আমাদের কেন বলতে হয় ভাষার লড়াই আজো শেষ হয়নি, বাংলায় জ্ঞানচর্চা করো? তার কারণ বহু হতে পারে; বির্তকও হতে পারে প্রচুর, কিন্তু 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' পত্রিকা ও 'শিক্ষালোক' মনে করে এর প্রধানতম কারণ হলো দেশপ্রেমহীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার চর্চা।"

এতে অনলাইনে আলোচনায় অংশ নেন 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র প্রধান সম্পাদক বিজ্ঞানী ড. আশরাফ আহমেদ, অধ্যাপক কুদরতে খোদা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান, শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম ও সিদীপের চেয়ারম্যান গবেষক ফজলুল বারি।

সরাসরি আলোচনায় অংশ নেন সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান লেখক ও উন্নয়নচিন্তক শাহজাহান ভূঁইয়া, বিজ্ঞানুরাগী অসিত সাহা, কবি

ও চিত্রশিল্পী জাহিদ মুস্তাফা, কবি সৈকত হাবিব, সাংবাদিক শাহেরীন আরাফাত, লেখক তাপস বড়ুয়া, লেখক-গবেষক সিরাজুদ দাহার খান, লেখক মারুফ ইসলাম এবং কবি ও প্রভাষক জয়নাব বিনতে হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপের সাধারণ পর্ষদের সদস্য লেখক-গবেষক সালেহা বেগম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন 'শিক্ষালোক'-এর নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী।

মন্ট্রিল থেকে অনলাইনে আলোচনায় জনাব কুদরতে খোদা বলেন, জাপান ও চীনের মত দেশ যারাই উন্নতি লাভ করেছে তারা প্রমাণ করেছে মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমেই সত্যিকার উন্নয়ন সম্ভব।

লন্ডন থেকে অনলাইনে অংশ নিয়ে খ্যাতনামা সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান আমাদের কথায় কথায় বিশেষত রেডিও-টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলোয় বাংলার সঙ্গে যথেচ্ছ ইংরেজি ব্যবহারের দুঃখজনক প্রবণতার উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম প্রকৃত উন্নয়ন কী সেই প্রশ্ন করেন এবং বলেন আগে শিক্ষার দর্শন ঠিক করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদ বলেন, শিক্ষক যদি বাংলায় বিজ্ঞান বোঝাতে না পারেন তবে তিনি নিজেই বিষয়টি বোঝেন না।

গবেষক ফজলুল বারি মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে জাপানিদের আগ্রহ নিয়ে তার অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেন এবং আমাদেরও সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনের কথা বলেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানের সভাপতি লেখক সালেহা বেগম বলেন, এরকম ছোট ছোট উদ্যোগ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

প্রকাশনা

মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে নিয়ে শিক্ষালোকের বিশেষ সংখ্যা

২০২০এর ২২ আগস্ট সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া কোভিড-১৯এ আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। সংস্থার জন্য ও বাংলাদেশের উন্নয়ন ক্ষেত্রের জন্যও এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। কর্মচঞ্চল, দেশের প্রান্তিক তৃণমূল মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসায় প্রাণিত, উদ্ভাবনী চিন্তায় ও কর্মে পরমোৎসাহী, অকৃত্রিম বন্ধুবৎসল, শিশুদের প্রতি স্নেহশীল ও শিল্প-সাহিত্যেও আজীবন অনুরাগী এ মহান মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে চলতি অর্থবৎসরে শিক্ষালোকের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এতে লিখেছিলেন প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার বন্ধু, সহকর্মী, স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ।

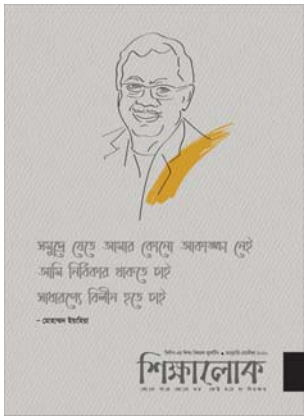

ব্যক্তি, কর্মবীর, উন্নয়ন-চিন্তক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার জীবন, চিন্তা ও কর্মকে জানতে শিক্ষালোকের এ সংখ্যাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষালোকের আরেকটি বিশেষ সংখ্যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে। যেখানে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কয়েকটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর প্রচ্ছদে কবি বন্দে আলী মিয়াকে নিয়ে প্রকাশিত হয় পরবর্তী সংখ্যা।

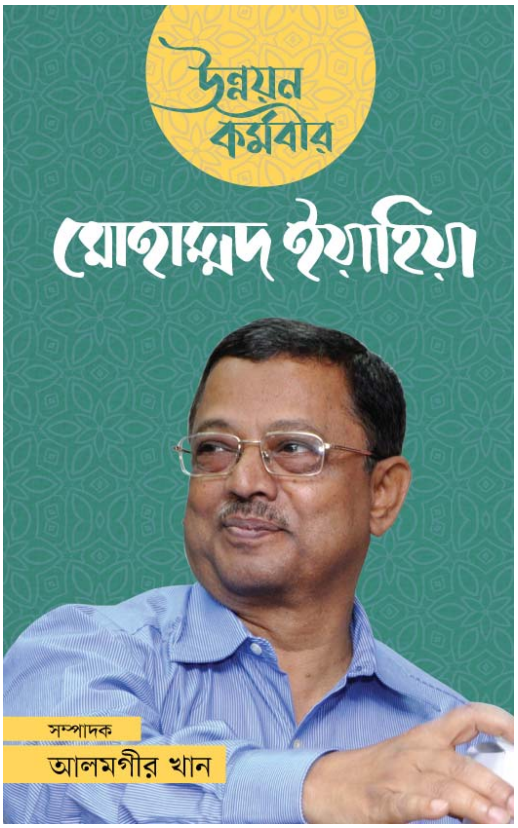

নতুন বই

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালককে নিয়ে 'উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া' শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হচ্ছে। বইটির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে তাঁকে নিয়ে লিখেছেন দেশের উন্নয়নক্ষেত্রের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ তাঁর বন্ধু, সহকর্মী ও নিকটজনেরা। এ বই থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নক্ষেত্রের পথিকৃৎদের একজন মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যেমন জানা যাবে তেমনি আমাদের গ্রামীণ উন্নয়ন ও মানবসম্পদ বিকাশের অনেক নতুন দিকও এতে উন্মোচিত। বইটির প্রচ্ছদ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে নিবেদিত 'শিক্ষাসংবাদ'-এর জ্যোতির্ময় সংখ্যা

শিক্ষা বিষয়ক 'শিক্ষাসংবাদ বিচিত্রা' পত্রিকা ২০২০ সালের শেষে সিদীপের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে উৎসর্গ করে তাদের 'জ্যোতির্ময় সংখ্যা'টি প্রকাশ করে। এ সংখ্যায় রয়েছে প্রয়াত নির্বাহী পরিচালকের নিজের লেখা, তাঁর একটি সাক্ষাৎকার (পুনর্মুদ্রিত) ও তাঁর ওপর আলোচনা ইত্যাদি। 'শিক্ষাসংবাদ'-এর উক্ত সংখ্যাটি দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার জীবনাদর্শ ও উন্নয়ন-ভাবনা সম্পর্কে জানতে সহায়ক বিধায় এ পত্রিকার এক কপি করে প্রত্যেক ব্রাঞ্চে পাঠানো হয় যাতে আগ্রহীগণ এটি পড়তে পারেন। উল্লেখ্য, উক্ত সংখ্যাটির বিষয়বস্তু তৈরিতে সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন 'শিক্ষালোক' সক্রিয় সহযোগিতা করেছে।

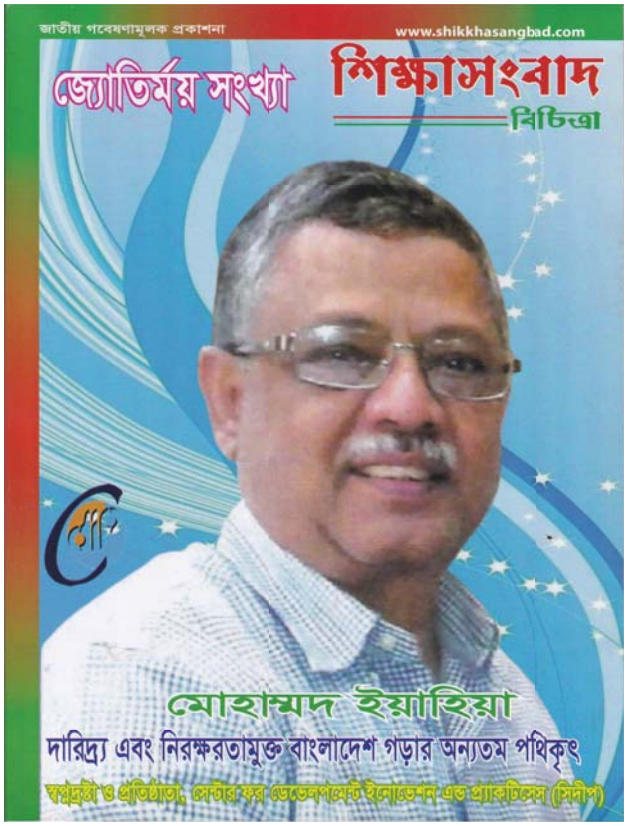

সাফল্যগাথা

আমেনা-মুনসুর

চৌকস চাষি দম্পতির নতুন স্বপ্ন সূর্যমুখীতে

সূর্যমুখী ফুলের চাষে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছেন চৌকস চাষি দম্পতি আমেনা বেগম ও মুনসুর আলী। কৃষিতে এই সাফল্য-কাহিনি গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের সিংগারদিঘী গ্রামের মোছাম্মৎ আমেনা বেগমের। এক সময়ে তাদের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত।

আমেনা বেগমের পরিবারের সদস্য চারজন। স্বামী-স্ত্রী এবং দুই সন্তান–এক ছেলে ও এক মেয়ে। অভাবের কারণে সন্তানদের পড়ানোর কথা ভাবতেও পারতেন না। সেই দুর্দিনে আমেনা বেগম প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, সিদীপ নামে একটি সংস্থা দরিদ্র পরিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। বিষয়টি নিয়ে আমেনা বেগম তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন। স্ত্রীর ভাবনা বাস্তবসম্মত মনে করে স্বামী মুনসুর আলী তার কথায় সম্মত হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর আমেনা বেগম ২০১৪ সালে মাওনা ব্রাঞ্চে সিদীপের সদস্য হয়ে সাধারণ ঋণ গ্রহণ করেন এবং ২০১৮ সালে সিদীপ থেকে কৃষিঋণ বা এসএমএপি ঋণ নেয়া শুরু করেন। প্রথম ধাপে ২০১৪ সালে ৬০,০০০ টাকা সাধারণ ঋণ গ্রহণ করেন এবং এ টাকা দিয়ে তিনি তার দুই বিঘা জমির সাথে আরো এক বিঘা জমি লিজ নেন এবং সেখানে লাল শাক, পালং

শাক, মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, মুলা ইত্যাদি সবজি চাষ করেন। তার সবজির ফলন খুব ভালো হয় এবং ভালো দামে সেগুলো বিক্রি করেন। এরপর ২০১৫ সালে ৮০ হাজার টাকা সাধারণ ঋণ নেন এবং তার আগের তিন বিঘা জমির সাথে আরো দুই বিঘা জমি লিজ নেন এবং একইভাবে বিভিন্ন সবজি চাষ করতে থাকেন। তৃতীয় ধাপে ২০১৬ সালে ১ লাখ টাকা সাধারণ ঋণ নেন। এ টাকা দিয়ে পাঁচ বিঘা জমিতে একইভাবে বিভিন্ন সবজি চাষ করেন এবং একটি ষাঁড় কেনেন। সেটিকে মোটাতাজা করে পরে বিক্রি করেন। ২০১৭ সালে চতুর্থ

আমেনা-মুনসুর

ধাপে ১ লাখ টাকা সাধারণ ঋণ নেন। এবার তিনি তার সবজি খেত হতে লাভের টাকা এবং ষাঁড় বিক্রির লাভের টাকা দিয়ে একইভাবে বিভিন্ন সবজি চাষ করেন এবং তিনটি এঁড়ে বাছুর কিনে মোটাতাজা করে বিক্রি করেন। পঞ্চম ধাপে ২০১৯ সালে ৬০,০০০ টাকা সাধারণ ঋণ নেন এবং এ টাকা দিয়ে তিনি তার আগের পাঁচ বিঘা জমির সাথে আরো তিন বিঘা জমি লিজ নিয়ে সবজি চাষ করেন। ২০২০ সালে ৮০ হাজার টাকা সাধারণ ঋণ গ্রহণ করেন এবং সে টাকা দিয়ে তার সবজি খেতে সেচ দেয়ার জন্য একটি সেচ পাম্প স্থাপন করেন।

বর্তমানে আমেনা বেগম আট বিঘা জমিতে সবজি চাষ করছেন এবং তার সাতটি বড় গরু এবং দুইটি বাছুর রয়েছে। এর মধ্যে দুটি গাভী রয়েছে, যা থেকে দিনে ১২ থেকে ১৫ লিটার দুধ পাচ্ছেন। পরবর্তীতে সিদীপ কর্মকর্তারা তাকে শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কমকর্তা এবং মাওনা ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং বর্তমানে তিনি কৃষি অফিস থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তার শ্রীপুর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সাথেও যোগাযোগ হয় এবং এসব যোগাযোগের ভিত্তিতে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান অর্জন করেছেন।

আমেনা বেগম প্রথম ৩০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ নেন। এ ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার জমিতে শিম, লাউ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো এবং ধান চাষ করেন। ছয় মাসে আমেনা বেগম তার সবজি খেত থেকে প্রায় ৯০,০০০ টাকার সবজি বিক্রি করেন এবং সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ৪০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় দফায় ২০২০ সালে ৪০ হাজার টাকা এসএমএপি ঋণ নেন। এ ঋণের টাকা আগের লাভের টাকার সাথে মিলিয়ে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে সবজি চাষ করেন ও গরুর বিভিন্ন খাদ্য কেনেন।

এছাড়া তার সূর্যমুখী ফসলের অবস্থাও ভাল এবং সব সময় এই ফসলের কোনো সমস্যা বা রোগবালাই হচ্ছে কিনা তা দেখতে সিদীপের কৃষি কর্মকর্তা এবং মাওনা ইউনিয়ন পরিষদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। আমেনা বেগম বলেন এই ফসল উৎপাদন করতে তার জমি, সার, জমি চাষ, সেচ, নিড়ানি ও কর্তন বাবদ প্রায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা খরচ হবে। বর্তমানে ফসল যে অবস্থায় আছে তাতে এ ফসল বিক্রি করে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। আমেনা বেগম ও তার স্বামী মুনসুর আলী জানান সূর্যমুখী ফুল চাষ করে এক মৌসুমে ৪৫ থেকে ৫২ হাজার টাকা লাভ করা সম্ভব।

ভীষণ অভাবে নাকানি-চুবানি খেতে থাকা সেই আমেনা বেগম এখন তার আগের টিনের বেড়ার ঘর ভেঙে ইটের ঘর নির্মাণের জন্য ইট কিনেছেন এবং স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করছেন। ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। নিজেদের সাফল্যে গর্বিত আমেনা জানান, পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। তবে তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দরকার। ■

মিরা রানী

শুঁটকি ব্যবসায় দারিদ্র্য ঘুচিয়ে এখন সফল উদ্যোক্তা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার লালপুর এলাকাটি নদী, খাল, বিলবেষ্টিত। এখানকার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস মাছ চাষ, ছোটখাটো ব্যবসা ও কৃষি। লালপুরের কান্দাপাড়ায় বসবাস করেন শতাধিক জেলে পরিবার। মাছ ধরে বিক্রি করেই চলে এসব পরিবার। তবে বর্তমানে এসব পরিবারের অনেকেই পুঁটি মাছের সিদল/চেপা শুঁটকি তৈরি ও বিক্রি করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন। হ্যাঁ তাদেরই একজন মিরা রানী।

মিরা রানীর যখন বিয়ে হয় তখন তার স্বামী নদীতে মাছ ধরে বিক্রি করে খুব কষ্টে সংসার চালাতেন। অভাব-অনটনের সংসার ছিল। স্বামী বিকাশ দাসের পক্ষে কিছুতেই পরিবারের অভাব অনটন থেকে বের হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। দিনদিন পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে ৫ মেয়েসহ তার পরিবারের সদস্য ৭ জন। আয়ের একটি বাড়তি পথ খুঁজতে খুঁজতে এক সময় মিরা রানীর স্বামী মাছ ধরে বিক্রির পাশাপাশি মাছ শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে স্থানীয় বিভিন্ন সাপ্তাহিক হাটে বিক্রি করতে থাকেন। দিনদিন এতে ভালো লাভ হতে থাকে। তখন মিরা রানীর স্বামী বিকাশ দাস ভাবতে থাকেন শুঁটকির ব্যবসাটাকে কীভাবে আরও বড় করা যায়। বিষয়টি নিয়ে তিনি মিরা রানীর সাথে আলাপ করেন।

আলোচনা করে দুজনেই ঠিক করেন শুঁটকি ব্যবসাটা আরো বড় করবেন। কিন্তু অর্থের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা মিরা রানী তার কিছু সোনার অলঙ্কার বিক্রি করে ১ লাখ টাকা দিয়ে পুঁটি মাছ কিনে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে বাজারের পাশাপাশি বিভিন্ন আড়তে বিক্রি করতে থাকেন। এভাবে চলতে থাকে মিরা রানী ও বিকাশ দাসের সংসার।

শুঁটকি থেকে আয় বাড়তে থাকায় তাদের এ ব্যবসা আরো বড় করে তোলার ইচ্ছেটাও বাড়তে থাকে। তারা স্বপ্ন দেখেন ব্যবসাটাকে আরও বড় করার এবং পাশাপাশি একটি আড়ত খুলবেন। এমন অবস্থায় ২০১৭ সালে

মিরা রানী

তাদের আলাপ হয় সিদীপের একজন কর্মীর সাথে। বিকাশ দাস তার স্বপ্নের কথা কর্মীকে জানালে সেই কর্মী তাকে জানিয়েছিলেন, সিদীপ তাকে এ ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা দিতে পারে। তার পরামর্শক্রমে মিরা রানী সিদীপের সেখানকার একটি মহিলা সমিতিতে যোগ দেন এবং ঋণের আবেদন করেন। যাচাই শেষে তার ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে ২০১৭ সালে তাকে ৪৮,০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয়। এই টাকা দিয়ে পুঁটি মাছ কিনে সেগুলো কুটে মাচা/ডাংগির মধ্যে শুকিয়ে মাটির মটকিতে ভরে তারা গুদামজাত করেন। এভাবে তাদের ব্যবসার পরিধি বাড়তে থাকে এবং এই দম্পতি তাদের আড়তে আরও ৮-১০ জন কর্মীকে নিয়োগ দেন। এভাবে এক বছর কাটার পর ২০১৮ সালে মিরা রানী সিদীপ থেকে আরও ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তা ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে তাদের ব্যবসার পরিধি এবং লোকবল বাড়তে থাকে। এরপর মিরা রানী ২টি শুঁটকির আড়তের মালিক হন এবং ২০ জন কর্মচারী নিয়োগ করেন।

এভাবে ধীরে ধীরে মিরা রানী ও বিকাশ দাসের শুঁটকির ব্যবসা বাড়ছে। তাদের শুঁটকির চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকায় তারা উৎপাদন আরও বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু তাদের কাছে যে পরিমাণ অর্থ ছিল তাতে উৎপাদন সেভাবে বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা তারা আবারও সিদীপের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সিদীপ বরাবরের মতো তাদের পাশে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে ৩,০০,০০ টাকা ঋণ প্রদান করে। এই টাকা দিয়ে তারা পুঁটি মাছের পাশাপাশি লইট্যা, পোয়া, বাইন ইত্যাদি মাছ কিনে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে এলাকার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় বাজারজাত করতে থাকেন এবং তাদের আয় বেশ বাড়তে থাকে। বর্তমানে তাদের ব্যবসায় ৫০ লাখ টাকার পুঁজি রয়েছে। এখন প্রতি মাসে তাদের মাসিক আয় গড়ে ২ লাখ টাকা। শুঁটকি ব্যবসায় দারিদ্র্য ঘুচিয়ে এভাবেই এখন মিরা রানী একজন সফল উদ্যোক্তা। ■

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে মানব-সম্পদ বিভাগ। মানব-সম্পদ বিভাগ একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রয়োজনীয় ও দক্ষ মানবসম্পদের অভাবে যেমন উৎপাদন হ্রাস পায় তেমনি উন্নয়নের গতি বাধাগ্রস্ত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানব-সম্পদের উপর।

মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান কাজ হলো কর্মী নির্বাচন, উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পারিশ্রমিক বা বেতন নির্ধারণ, কাজের যথাযথ মূল্যায়ন, পদোন্নতি, চাকরি শেষে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

সিদীপ তার কর্মীদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সর্বদা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে ব্রাঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্ম-এলাকা বিস্তৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রমও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে দেশের ২১টি জেলায় ১২৭টি উপজেলায় ১৬১টি শাখার মাধ্যমে ২,৫৮,২৬২ জন সদস্য নিয়ে সিদীপের কার্যক্রম বিস্তৃত। মোট ৪,৪২৯ জন কর্মী সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভাগ ও প্রকল্পে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। গত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ৪,৮১২ জন। মোট হ্রাস পেয়েছে ৩৮৩ জন। এ অর্থবছরে জনবল হ্রাসের হার ৮.৬৫%।

সিদীপের মোট জনবল

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)	স্বাস্থ্য কর্মসূচি	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসূচি	নিরীক্ষা বিভাগ	কৈশোর কর্মসূচি	ভ্যালু চেইন প্রকল্প	এসএমএপি (জাইকা)	প্রধান কার্যালয়	মোট জনবল
১,৬২৩	২,৩০১	২৮৪	৯৪	৫	২৫	৩	১	৯	৮৪	৪,৪২৯

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন দক্ষ কর্মীবাহিনী। দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় কর্মীদের মানবিক উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সিদীপ প্রতিনিয়ত প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৭,১১৬ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন ও রিফ্রেশার প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সমিতির সদস্য (উপকারভোগী) এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কর্মীবৃন্দ।

আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সংস্থা নিজে এবং পিকেএসএফ, এমআরএ, সিডিএফ, আইএনএম, বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি।

অন্যান্য কার্যক্রম

কর্মী প্রণোদনা: সিদীপ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্মীকে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে বরাবরই আন্তরিক এবং তা কাজের যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর্মীদের পদোন্নতি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরে মোট ৭১২ জনকে নিয়োগ এবং ১৩১ জনকে গ্রেড উন্নয়ন ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল: সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অর্থবছরে মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত এক পরিবারকে ৮ (আট) লক্ষ টাকা, চিকিৎসার (অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি) জন্য বিভিন্ন কর্মীকে ২১৩,৫৮৭ (দুই লক্ষ তের হাজার পাঁচশত সাতাশি) টাকা এবং শিক্ষাবৃত্তি বাবদ একজন কর্মীর সন্তানকে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস অর্জন করায় এককালীন ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদানসহ সর্বমোট ১০,২৮,৫৮৭ (দশ লক্ষ আটাশ হাজার পাঁচশত সাতাশি) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে সিদীপের প্রাত্যহিক কাজকে আরও যুগোপযোগী ও টেকসই করতে সার্বিক ডিজিটাইজেশন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাইজেশন বিভাগের অধীনে আইটি ও এমআইএস ইউনিট কাজ করছে।

আইটি ইউনিটের সফটওয়্যার প্রস্তুত করার কাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। যার অংশ হিসেবে বর্তমানে দুই ধরনের সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, যথা: মাইক্রোফিনআই ও এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন। মাইক্রোফিনআই সফটওয়্যারটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ মাইক্রোফাইন্যান্স সলিউশন হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে।

এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনের আওতায় চলমান সফটওয়্যারগুলোকে আরও বেশি ব্যবহারকারীর জন্য উপযোগী করে তোলা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মীদের ছুটি ও ভ্রমণ আবেদনে কাগজের ব্যবহার পরিহার করে অনলাইন ভিত্তিক আবেদন ও অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার ফলে সময় ও খরচ উভয়ই সাশ্রয় হচ্ছে। এছাড়া কর্মীগণ এখন তাদের মাসিক বেতনের রসিদ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের দেনাপাওনার তথ্য নিজেরাই দেখতে পারেন যার ফলে সাধারণ প্রয়োজনে ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস বিভাগের দ্বারস্থ হতে হয় না। প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের কাজের মান মূল্যায়নের জন্য একটি মডিউল (পিএমএস) তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বছর শেষে মানবসম্পদ বিভাগ হতে মাঠকর্মীদের ন্যায় প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদেরও সহজে মূল্যায়ন করা যাবে। যে সকল কর্মীর মাসিক বেতন ও ভাতাদি প্রধান কর্যালয় থেকে প্রদান করা হয় তার পে-রোল সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যা পাইলটিং হচ্ছে। মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমকে আরও সহজ ও নির্ভুল করতে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যা ব্যবহার করে খুব সহজেই সামাজিক ভোগ্য পণ্যের সর্বশেষ স্টক ও পণ্যের দামসহ বিবরণ, মাইক্রোফাইন্যান্স সদস্যদের বাসার ঠিকানা, ফটো মাস্টাররোল এবং যে কোন শাখার ঠিকানা সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যায়। আর এই ভিন্ন ভিন্ন সলিউশন ব্যবহার করার জন্য একটি অভিন্ন লগিং ব্যবস্থা (এসএসও) চালু করা হয়েছে যা একজন ব্যবহারকারীকে ইআরপি সফটওয়্যার ব্যবহারের মত সহজ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

এমআইএস ইউনিট হতে পূর্বের ন্যায় মাইক্রোফিন৩৬০ সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রোগ্রামের পরিকল্পনা মোতাবেক ১০টি নতুন শাখা যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সংস্থার প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন পাইলটিং কার্যক্রমের জন্য মাইক্রোফিন৩৬০ সফটওয়্যারটিতে প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করা হচ্ছে। মাসিক সদস্যদের লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ৫টি শাখায় (চারগাছ, ময়নামতি, মদনগঞ্জ, নবীগঞ্জ ও মান্দারি) মাসিক সদস্যদের লেনদেনে এসএমএস প্রদান বিষয়ক একটি পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) স্মারক নং ৫৩.০৪.০০০০.১৯.০৯৯.০১.২১-৭৯৭ মোতাবেক সিআইবি কর্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও সমন্বয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩-৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি সেল গঠন করতে বলা হয়। বর্তমানে এই সিআইবি সেলের কার্যক্রম এমআইএস ইউনিট হতে পরিচালিত হচ্ছে যার আওতায় আমাদের সংস্থার ১১টি শাখায় সিআইবির তথ্য নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে এবং সিদীপের সকল শাখার তথ্য হালনাগাদের কাজ চলমান আছে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসূচি

ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সিদীপ সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং পাশাপাশি তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সিদীপ ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে সিঙ্গার বাংলাদেশ লি.-এর সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। দিনদিন সদস্যদের মাঝে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে মার্চ ২০২০ থেকে ওয়ালটন বাংলাদেশ লি.-এর সাথেও কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রায় সময় পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ থাকে না বিধায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় যেন কোনো ব্যঘাত না ঘটে সেজন্য বিদ্যুৎ রিচার্জেবল বাল্ব নিয়ে বিকন পাওয়ার লি.-এর সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। করোনা মহামারির কারণে এই কর্মসূচি অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত অর্থবছরে সংস্থা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ২৯,৮৫৭টি পণ্য বিক্রয় করে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আমরা বর্তমানে সিঙ্গার, ওয়ালটন এবং বিকন পাওয়ারের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

সদস্যরা সহজ শর্তে হাতের কাছে পণ্য ক্রয় করার সুযোগ পায় বিধায় তাদের কাছে কর্মসূচির গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আগামীতে আরও বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নমূলক পণ্য বিক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিদীপের ভূমিকা

সিদীপ দক্ষতা ও সফলতার সাথে কোভিড-১৯এর নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নিম্নলিখিত উদ্যোগ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে:

১. প্রাথমিক অবস্থায় সংস্থায় কর্মরত ৪,৪৪৩ জন কর্মীর মাঝে করোনাভাইরাস, এ রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী হিসাবে কর্মীদেরকে পিপিই, মাস্ক ও হ্যান্ড সেনিটাইজার প্রদান করা হয়। ফলে এসব কর্মীর মাধ্যমে তাদের পরিবারের আরও প্রায় ২০,০০০ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

২. ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কর্মসূচির ২,৫৮,২৬২ জন সদস্যকে সরাসরি এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে আলোচনা, ওরিয়েন্টেশন এবং মিটিংয়ের মাধ্যমে করোনাভাইরাসজনিত রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এ সকল সদস্যর মাধ্যমে তাদের পরিবারের আরো প্রায় ১১৬,২০০০ জন সদস্যর মাঝেও সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মোট প্রায় ১,৪২০,২৬২ জন মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

৩. ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কর্মসূচির ২,৪০,০০০ জন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত সদস্য এবং জনগণের মাঝে করোনাভাইরাস প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে মাস্ক বিতরণ করা হয়। যা সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ও নিয়মিত মাস্ক পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।

৪. করোনাভাইরাস ও এ রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুটি উপজেলার দুটি ইউনিয়নে ৩,০০০ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের মাঝে হ্যান্ড সেনিটাইজার ও সাবান বিতরণ করা হয়।

৫. করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সংস্থার সদস্য ও কমিউনিটির জনগণ যখন তাদের কৃষি এবং প্রাণীজ সম্পদজাত উৎপাদিত পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার সংকট ও ন্যায্যমূল্যে বাজারজাত করতে ব্যাপকভাবে সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছিলেন, এ সময় সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা পরিবহন মালিক/ড্রাইভার ও পাইকারি বাজারের সাথে কৃষকদের যোগাযোগ ও সমন্বয় সৃষ্টির মাধ্যমে প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করে তাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে সহযোগিতা করেন।

৬. করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও দীর্ঘ লকডাউনের কারণে সংস্থার সদস্যদের ব্যবসাবাণিজ্য এবং আয়-উপার্জন যখন প্রায় বন্ধ, এ সময়ে সংস্থার বিপুল সংখ্যক সদস্যদের বিশাল অংকের সঞ্চয় উত্তোলনের অবাধ ও অবারিত সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থিক সংকট মোকাবিলা এবং মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণে সংস্থা সহায়তা প্রদান করেছে, যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

৭. সংস্থার স্বাস্থ্যবিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মী ও সদস্য/উপকারভোগীদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া, ভেক্সিনেশনসহ অন্যান্য রোগের জন্য টেলিমেডিসিনাল ট্রিটম্যান প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ ও ডেটা বেইজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্থার গ্র্যাজুয়েট ডক্টর এবং মাঠ পর্যায়ে ১০২ জন প্রশিক্ষিত সাব-এসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসারদের সমন্বয়ে একটি মেডিক্যাল টিম সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করছে।

৮. করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও দীর্ঘ মেয়াদে লকডাউনের কারণে ব্যাংক, অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এমএফআইসমূহ ব্যাপক তারল্য ও ক্যাশ ফ্লো সংকটে পতিত হয়। সংস্থার গ্রাহকদের ব্যবসাবাণিজ্য, উৎপাদন, কর্মসংস্থানসহ আয়-উপার্জনও প্রায় বন্ধ এবং স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে চলমান এবং নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সদস্যগণের ব্যবসায় তহবিলের সংকট ঘনীভূত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সংস্থা সদস্যদের ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও আয় স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে জীবনমান পুনরুদ্ধার ঋণ বা Livelihood Restoration Loan (LRL) খাতে ২৪১৩ জন সদস্যর মাঝে ন্যূনতম সার্ভিস চার্জ এবং নমনীয় শর্তে ১১.২৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। এ ছাড়াও অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝেও একই উদ্দেশ্যে ঘূর্ণায়মান পুনঃঅর্থায়ন ঋণ স্কিমের আওতায় Refinancing Revolving Scheme Loan (RRSL) হিসাবে ১০,৯৪৭ জন সদস্যকে ৬০.০৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যা করোনা মোকাবিলায় সংস্থার বিশেষ উদ্যোগ। এর মাধ্যমে সদস্যগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

৯. এ ছাড়াও করোনা মোকাবিলায় সংস্থার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ও ত্রাণ তহবিলে ৭,৬৮,৩২৫ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সিদীপ করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৬,৯৮,৮৮০ জন মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ও তাদেরকে সহযোগিতা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্থার ৫২,৩১,৬৯৯ টাকা ব্যয় এবং ৭১,২৮,০০০০০ টাকা ঋণ/বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়েছে। অতএব, উল্লিখিত করোনা মোকাবিলা কার্যক্রমে সংস্থার মোট ব্যয়সহ বিনিয়োগের পরিমাণ ৭১,৮০,৩১,৬৯৯ (একাত্তর কোটি আশি লাখ একত্রিশ হাজার ছয়শত নিরানব্বই) টাকা।

কৈশোর কর্মসূচি

একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের ওপর। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) মনে করে, কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন নয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমেই কেবল দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। এই চিন্তা থেকেই তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বয়ঃসন্ধিকাল ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা, নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ামনস্কতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে। একটি সমৃদ্ধ আগামীর লক্ষ্যে 'মেধা ও মননে সুন্দর আগামী'–এই মূল প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জ্ঞানভিত্তিক ও পরিশীলিত সমাজ বিনির্মাণের পাশাপাশি আগামী দিনের যোগ্য নেতৃত্ব গঠনের লক্ষ্যে সারা দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ৬৪ জেলায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও কিশোর ক্লাবের সদস্যদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এবং সমসাময়িক মোবাইল গেমসে আসক্তি থেকে ফিরিয়ে আনতে ক্লাব-সদস্যদের নিয়ে ক্লাব-এলাকায় পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। এই কর্মযজ্ঞে সিদীপ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ–এই তিনটি জেলায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এখানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এই তিন জেলায় সিদীপের কৈশোর কর্মসূচির কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

মোট ইভেন্টের তালিকা

ক্রঃ নং	কর্মসূচির ধরন	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা			নারায়ণগঞ্জ জেলা			মানিকগঞ্জ জেলা		
		মোট ইভেন্ট	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	ক্লাবের সংখ্যা	মোট ইভেন্ট	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	ক্লাবের সংখ্যা	মোট ইভেন্ট	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	ক্লাবের সংখ্যা
১	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক	১০	১৫০	১৩	৮	১৫৪	৮	০৯	১৮১	০৯
২	স্বাস্থ্য বিষয়ক	৬	১০০	৬	৩	৮৬	৪	০৮	১৫৩	০৭
৩	নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক	১১	১৫৪	৯	৮	১৩৩	৮	০৪	৪২	০৩
৪	পরিবেশ বিষয়ক	৪	৬০	৪	৫	১২৫	৬	০৬	১৫৯	০৬
৫	নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন	১১	১৬৫	৯	৭	১৫৫	৫	০৭	১১৭	০৫
	সর্বমোট	৪২			৩১			৩৪		

ক্লাব এলাকায় পাঠাগার স্থাপন

ক্রঃ নং	কর্মসূচির ধরন	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা			নারায়ণগঞ্জ জেলা			মানিকগঞ্জ জেলা		
		মোট ইভেন্ট	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	ক্লাবের সংখ্যা	মোট ইভেন্ট	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	ক্লাবের সংখ্যা	মোট ইভেন্ট	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	ক্লাবের সংখ্যা
১	পাঠাগার স্থাপন	৭	৭০	৭	৫	৯৬	৫	০৬	৮৯	০৬

আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সম্মেলন-২০২১

করোনার কারণে গোটা বিশ্ব যেখানে স্থবির সেখানে সিদীপের কার্যক্রমেও কিছুটা স্থবিরতা এসেছে। এমতাবস্থায় সহকর্মীদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে, নব উদ্যমী করে গড়ে তুলতে এবং প্রতিষ্ঠানে গতি সঞ্চার করতে "আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সম্মেলন-২০২১" আয়োজিত হয়। এ বছর ৮ মার্চ রাজশাহী ও পাবনা জোনে, ১০ মার্চ গাজীপুর জোনে, ১৪ মার্চ সোনারগাঁও ও ঢাকা জোনে, ২২ মার্চ কুমিল্লা ও বি.বাড়িয়া জোনে এবং ২৩ মার্চ চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর জোনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান স্থলটি একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। সম্মেলনের প্রথম পর্বে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, গীতা পাঠ এবং প্রয়াত নির্বাহী পরিচালককে স্মরণ করে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন ও তার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

বিএমগণ তাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা থেকে প্রতিষ্ঠানকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও মতামত উপস্থাপন করেন। তারা সুন্দর, সাবলীল ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং কর্মীদের মধ্যে নতুন করে কর্ম-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

উক্ত সম্মেলনগুলোয় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক (ফিন্যান্স এন্ড অপারেশন্স), অতিরিক্ত পরিচালক (প্রোগ্রাম), জিএম (স্পেশাল প্রোগ্রাম), ডিজিএম (ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস), ডিজিএম (প্রোগ্রাম), এজিএম (ডিজিটাইজেশন), এ্যাসি. ম্যানেজার (অডিট), সংশ্লিষ্ট জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার এবং এরিয়া ম্যানেজারগণ।

আর্থিক বিবরণ ও নিরীক্ষা

আর্থিক অবস্থা

Performance Area	Operational Performance Trend				
	Jun'17	Jun'18	Jun'19	Jun'20	Jun'21
Financial Self Sufficiency (FSS)	173.66%	177.53%	146.80%	127.78%	124.50%
Debt to Capital Ratio	1.95	1.83	1.84	2.00	2.35
Capital Adequacy Ratio	35.59%	41.72%	39.50%	38.98%	33.50%
Current Ratio	1.69	1.79	1.69	1.65	1.60
Liquidity to Savings Ratio	14.37%	21.28%	16.35%	25.58%	19.26%
Rate of Return on Capital	24.50%	26.52%	18.06%	9.82%	10.78%
Debt Service Cover Ratio	1.18	1.17	1.17	1.10	1.11

উপরোক্ত তথ্যচিত্রের তথ্যসমূহ নিম্নোক্ত গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

আর্থিক স্বয়ম্ভরতা - Financial Self Sufficiency (FSS)

ঋণ কার্যক্রম হতে অর্জিত আয়/(কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় + তহবিল মূল্য + প্রভিশন+ ইনপুটেড কস্ট অফ ক্যাপিটাল)

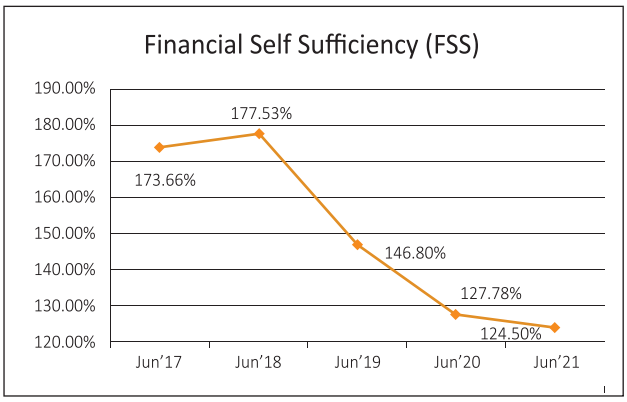

২০২০-২০২১ অর্থবছরে করোনার প্রভাবে দীর্ঘদিন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আয় কম হওয়ার পাশাপাশি সংস্থার ব্যয়ের ধারা চলমান থাকায় আর্থিক স্বয়ম্ভরতা হ্রাস পেয়েছে।

Debt to Capital Ratio:

Debt/Total Capital (Net worth)

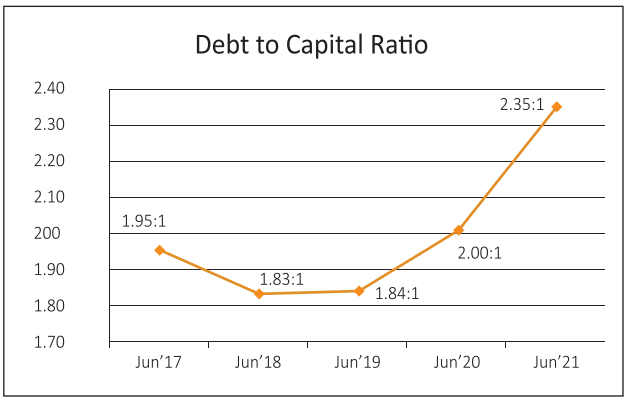

বিগত বছরের তুলনায় ক্রমপুঞ্জিভুত উদ্বৃত্ত তহবিল ২৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেলেও এর বিপরীতে দায় ১৬০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে অনুপাত দাড়িয়েছে ২.৩৫ : ১ । এই অনুপাতের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সর্বোচ্চ ৯ : ১।

Capital Adequacy Ratio

Total Capital/Total Asset-(Cash+Bank+STD+Govt. Securities)

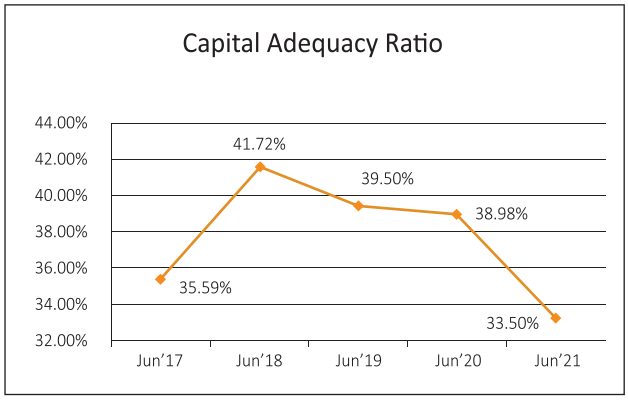

এই অর্থবছরে নিজস্ব পুজি ১০.২১% বৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮.১৯%। গত অর্থবছরের তুলনায় মূলধন পর্যপ্ততা ৫.৩১% হ্রাস পেয়ে ৩২.৭০%এ দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হলো নূন্যতম ১০%।

Current Ratio

Current Asset/Current Liability

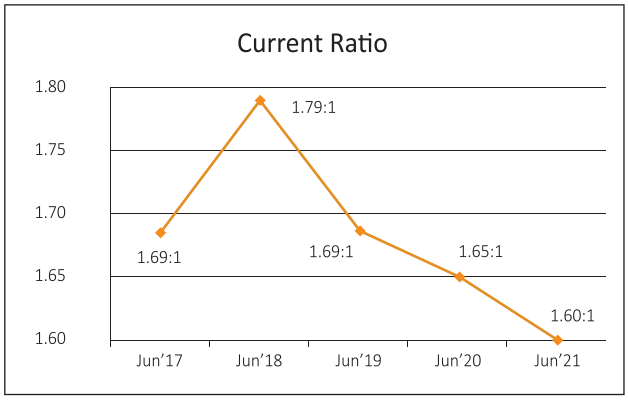

এই অর্থ বছরে চলতি দায় ২৬.৪৮% বৃদ্ধি পেলেও চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.৩১%। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ২ : ১ ।

Liquidity to Savings Ratio

Savings FDR/Total Savings Fund(Member saving deposit)

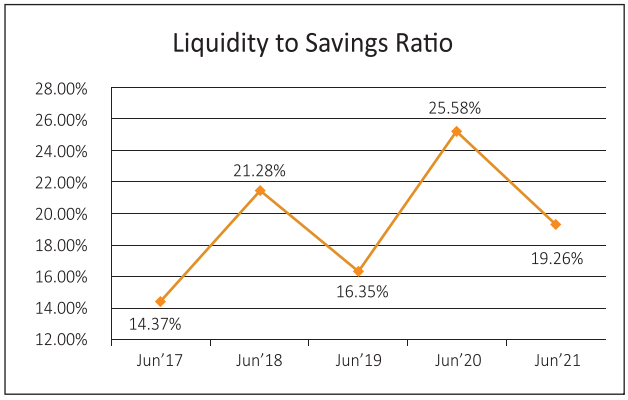

এই অর্থবছরে সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.৫৫%, অপর দিকে তারল্য হ্রাস পেয়েছে ২৯.৩৬%। সেজন্য সঞ্চয়ের তারল্য গতবছর থেকে ৬.৩২% হ্রাস পেয়ে ১৯.২৬% হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-র মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ১৫%।

Rate of Return on Capital

Surplus for the year/Average Capital Fund

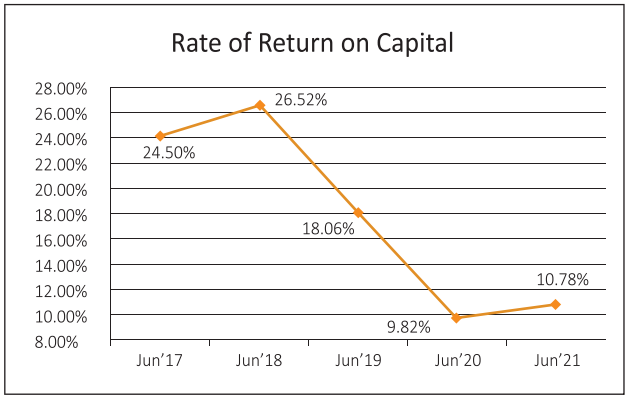

এ অর্থবছরে গড় মূলধন করোনার প্রভাবে ০.৯৬% বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৭৮% হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ১৫% ।

Debt Service Cover Ratio:

Surplus+Pr.& Service Charge Paid/Pr. & service charge paid

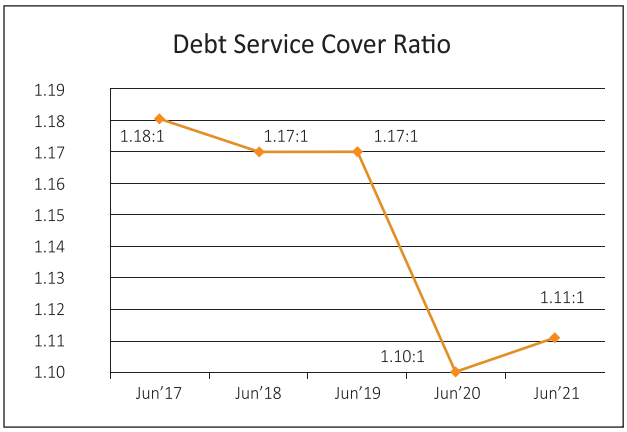

এ অর্থবছরে আমাদের দায় পরিশোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১.১১ : ১ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ১.২৫ : ১।

আর্থিক অবস্থা

(Taka in Million)

Particulars	2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Equity/Net worth	3,980	38.30%	3,423	40.56%	3,027	40.78%	2,584	41.55%	2,025	38.14%
Members Deposits	3,983	38.31%	3,551	42.07%	3,133	42.20%	2,573	41.37%	2,187	41.20%
PKSF	1,070	10.29%	792	9.39%	627	8.45%	633	10.18%	537	10.11%
IDCOL	5	0.05%	8	0.09%	11	0.14%	13	0.21%	15	0.29%
Commercial Bank & NBFI	951	9.14%	270	3.20%	302	4.07%	163	2.63%	352	6.63%
Bangladesh Bank	407	3.91%	396	4.69%	324	4.36%	253	4.06%	193	3.63%
Total	10,395	100%	8,441	100%	7,424	100%	6,219	100%	5,309	100%

উপরোক্ত আর্থিক উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে ৫ বছরের গ্রাফ দেখানো হলো:

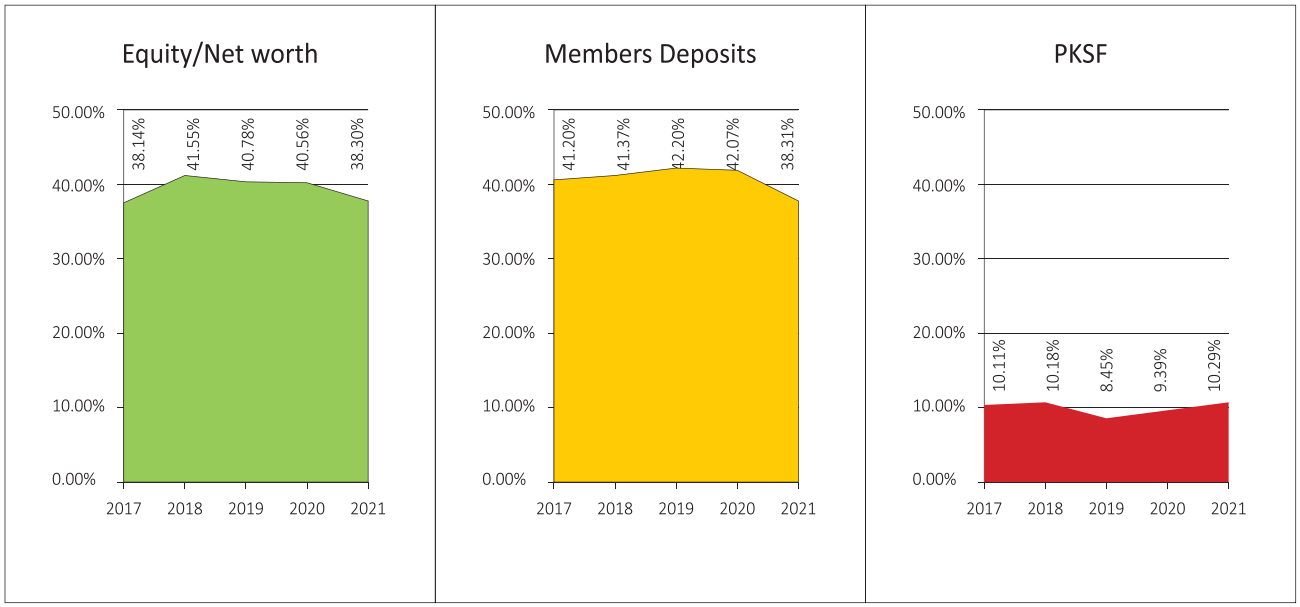

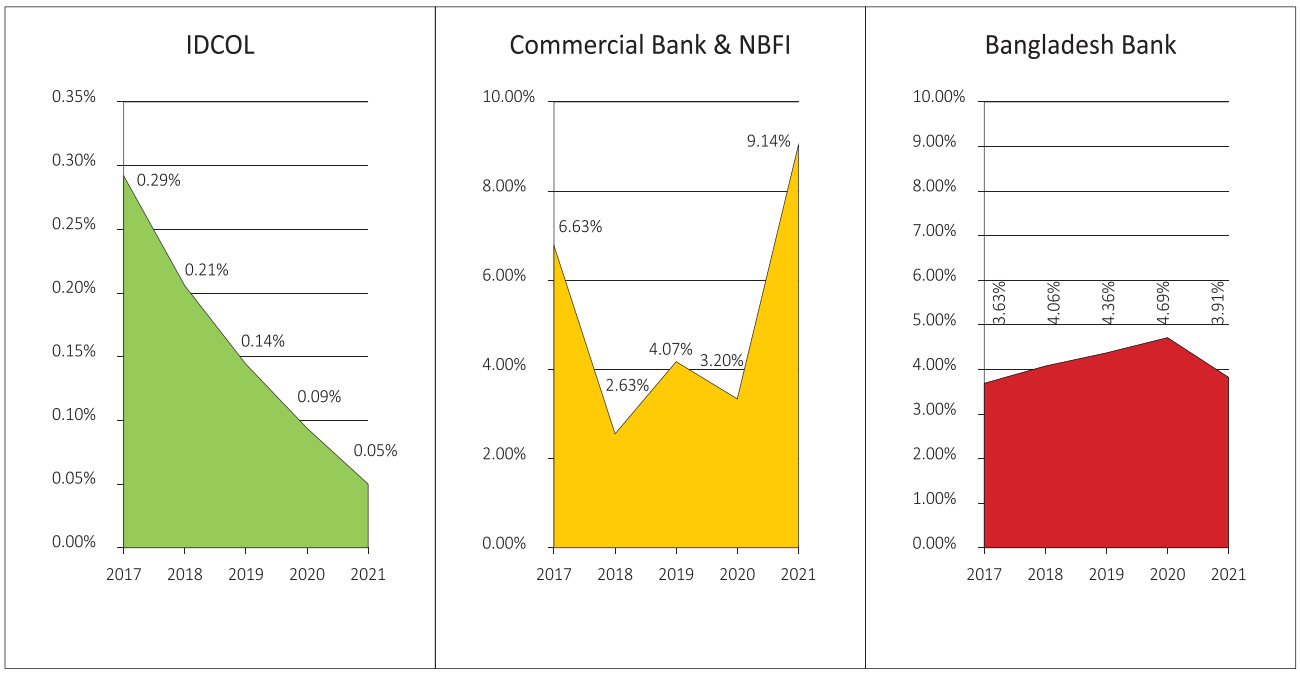

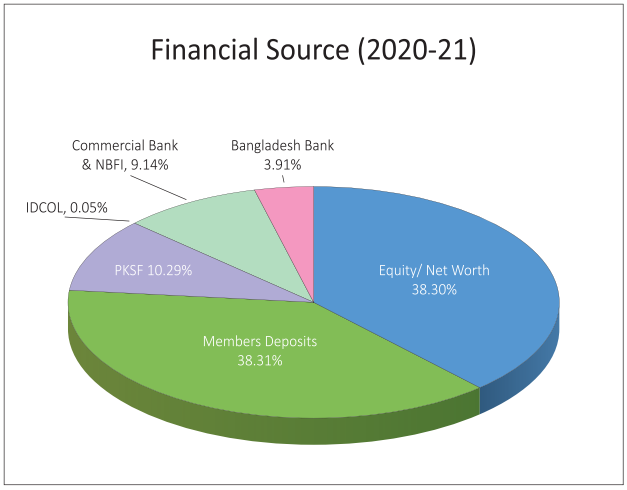

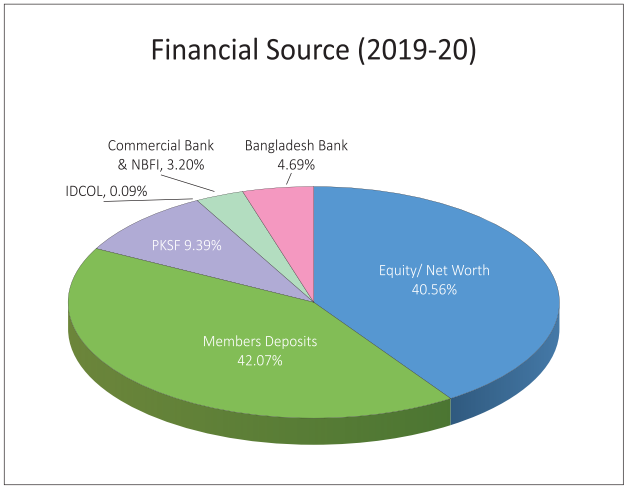

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০১৯-২০২০) আমাদের মোট ৮,৪৪১ মিলিয়ন টাকা অর্থসম্পদের মধ্যে ৪০.৫৬% ইকুইটি, ৪২.০৭% সদস্যদের সঞ্চয়, ৯.৩৯% পিকেএসএফ ঋণ, ০.০৯% ইডকল ঋণ, ৩.২০% বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ এবং ৪.৬৯% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ যা বর্তমান অর্থবছরে (২০২০-২০২১) যথাক্রমে ৩৮.৩০% ইকুইটি, ৩৮.৩১% সদস্যদের সঞ্চয়, ১০.২৯% পিকেএসএফ ঋণ, ০.০৫% ইডকল ঋণ, ৯.১৪% বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৩.৯১% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ হয়েছে।

সম্পদ বিন্যাস

(Taka in Million)

Assets Composition	2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Property, Plant & Equipment	128.35	1.23%	115.30	1.37%	121.02	1.63%	118.32	1.90%	114.84	2.16%
Loan Portfolio	8,988.71	86.47%	6,996.57	82.89%	6,405.58	86.29%	5,103.84	82.06%	4,530.79	85.34%
Fixed Deposit	778.95	7.49%	692.77	8.21%	619.39	8.34%	739.91	11.90%	502.26	9.46%
Other Assets	110.98	1.07%	87.08	1.03%	79.36	1.07%	61.29	0.99%	52.89	1.00%
Cash & Bank Balance	388.07	3.73%	549.35	6.51%	198.31	2.67%	196.37	3.16%	108.59	2.05%
Total	10,395.06	100%	8,441.07	100%	7,423.66	100%	6,219.73	100%	5,309.37	100%
Growth	**1,954.00**	**23.15%**	**1,017.41**	**13.70%**	**1,203.93**	**19.36%**	**910.36**	**17.15%**	**1,124.47**	**29.98%**

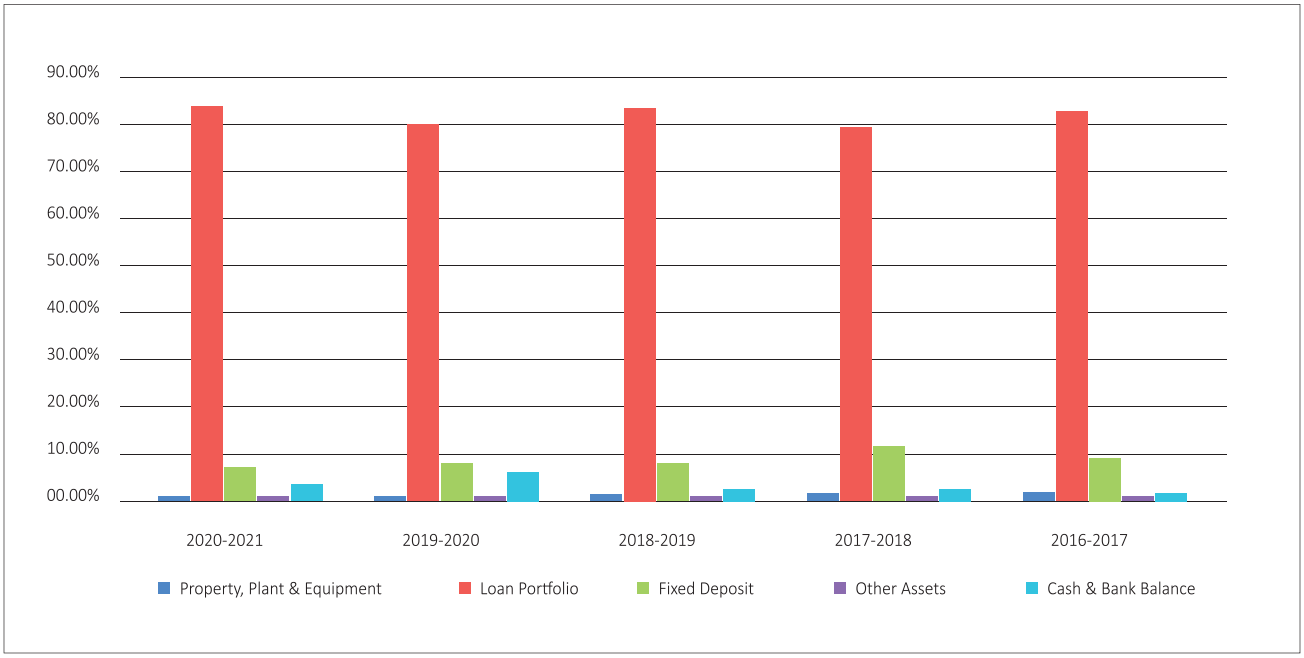

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০১৯-২০২০) আমাদের মোট ৮,৪৪১ মিলিয়ন টাকা অর্থসম্পদের মধ্যে ১.৩৭% সম্পত্তি, ৮২.৮৯% ঋণস্থিতি, ৮.২১% স্থায়ী আমানত এবং ১.০৩% অন্যান্য সম্পদ এবং ৬.৫১% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা যা বর্তমান অর্থবছরে (২০২০-২০২১) যথাক্রমে ১.২৩% সম্পত্তি, ৮৬.৪৭% ঋণস্থিতি, ৭.৪৯% স্থায়ী আমানত এবং ১.০৭% অন্যান্য সম্পদ এবং ৩.৭৩% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থার সকল প্রকার নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন ও পরিপালন এবং সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সকল কর্মসূচির গুণগতমান এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ' ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন মাফিক সহায়তা করে থাকে বলে 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে' ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তৃতীয় 'চক্ষু' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সংস্থার অফিস ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম প্রতি অর্থবৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার 'সার্বিক ও সাধারণ' নিরীক্ষার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ নিরীক্ষা করে থাকেন। সংস্থার কর্মসূচিসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন রকম ভুল-ভ্রান্তি হয় কিনা সেগুলো শাখা অফিস ও মাঠ পর্যায়ে সরাসরি যাচাই, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষণ কাজকে গতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে ২৫ জন অডিট অফিসার কর্মরত রয়েছেন।

মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চলতি অর্থবৎসরে ১৯ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অডিট বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে 'প্রশিক্ষণ' গ্রহণ করেছেন।

সংস্থার 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা' কার্যক্রম দুভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। যথা:

১) সার্বিক ও ২) সাধারণ নিরীক্ষা।

এ ছাড়া ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চাহিদার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী অডিট অফিসারগণ 'বিশেষ নিরীক্ষা' করে থাকেন।

অডিট অফিসারদের কাজের মান উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত পক্ষে দুইবার তাদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়।

কর্মসূচির বাস্তব অবস্থা ও তথ্য-উপাত্তসমূহ বোঝার জন্য 'ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' বরাবর প্রতিমাসে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপন করা হয়:

১. শাখাভিত্তিক নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তি প্রতিবেদন।

২. প্রতিমাসের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে 'ম্যানেজমেন্ট' প্রতিবেদন।

৩. প্রতিমাসের অডিট ফাইন্ডিংসের আলোকে 'সামারি' প্রতিবেদন।

৪. অতি গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংস উল্লেখ করে 'বিশেষ' প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ জুলাই '২০ - জুন '২১ অর্থবৎসরে সংস্থার ১৭৬টি (যৌথ শাখাসহ) শাখায় ১০০টি সার্বিক ও ৪৮০টি সাধারণ অডিটসহ সর্বমোট (১০০ + ৪৮০) বা ৫৮০টি 'অডিট' কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস জনিত কারণে শাখাসমূহে 'সার্বিক অডিট' কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নিম্নে উভয় প্রকার নিরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও অর্জন দেখানো হলো:

সার্বিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			সাধারণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			মোট নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন		
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
১৪৪	১০০	৬৯%	৪৮৩	৪৮০	৯৯%	৬২৭	৫৮০	৯৩%

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০২০-২১

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants
A PARTNERSHIP FIRM
.....since 1959

67, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA
(1STFLOOR) , DHAKA-1000, BANGLADESH
TEL: OFF: 88-02-223380933
FAX: 880-2-9567351, MOBILE: 01819-228521
Email: maqbul.ahmed@yahoo.com
Website:www.atakhanca.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO
THE EXECUTIVE DIRECTOR OF CENTRE FOR DEVELOPMENT INNOVATION AND PRACTICES

Report on the Financial Statements

We have audited the consolidated financial statements of Centre for Development Innovation and practices, which comprise the consolidated statement of financial position as at 30 June 2021 the consolidated statement of income & expenditure, consolidated Statement of receipts and payments, consolidated Statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view, in all material respects of the financial position of the consolidated financial statements of Centre for Development Innovation and practices as at 30 June 2021, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with international financial reporting standards and other applicable rules and regulation.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with international Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Organization in accordance with the international ethics Standards board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for audit opinion.

Emphasis matter

Without modifying our opinion we draw attention to the following matter:

The organization changes of depreciation method & rate only for maintaining depreciation method and rate in accordance with Income tax ordinance 1984.

Other Information:

Management is responsible for the other information. The other information comprises all of the information in the Annual report other than the financial statements and our auditors' report thereon. The management responsible for the other information.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements and Internal Controls:

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards and other applicable rules and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Organization's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization's financial reporting process

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants Motijheel C/A Dhaka

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Organization's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the the Organization's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Organization to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements:

(a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

(b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Organization so far as it appeared from our examination of those books; and

(c) the organization's financial statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

(d)

Dated: Dhaka,
30 August 2021

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Financial Position
as at June 30, 2021

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2021	30.06.2020
ASSETS			
Non-current assets		128,347,984	115,299,329
Property, plant and equipment	6.00	128,030,773	114,416,883
Intangible assets	7.00	317,211	882,446
Current Assets		10,266,715,222	8,325,766,005
Short term loan to members & Customers	8.00	8,988,709,289	6,996,569,227
Short term investment	9.00	778,948,949	692,767,076
Staff loan outstanding	10.00	4,296,222	6,831,408
Accounts receivables	11.00	8,952,325	16,741,878
Advance, deposits and prepayments	12.00	20,983,902	19,167,600
Inventory	13.00	40,444,595	12,036,450
Financial Receivable	27.02	36,305,415	32,298,629
Cash & Cash equivalents	14.00	388,074,525	549,353,737
Total Assets		**10,395,063,206**	**8,441,065,334**
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund		3,017,135,165	2,737,599,129
Cumulative surplus	15.00	2,698,219,386	2,448,319,571
Reserve fund	16.00	318,915,779	289,279,558
Other funds	17.00	351,505,485	302,329,703
Non-Current Liabilities		644,470,778	355,149,999
Loan from PKSF	18.00	526,583,333	355,149,999
Loan from Commercial Bank & NBFI	19.00	117,887,445	-
Current Liabilities		6,381,951,778	5,045,986,504
Loan from PKSF	20.00	528,183,333	416,425,000
Loan from Bangladesh Bank (JICA Fund)	21.00	400,000,000	390,000,000
Loan from Commercial Bank, NBFI & IDCOL	22.00	954,079,447	277,963,783
Members savings deposits	23.00	3,806,456,147	3,412,218,769
Staff security deposit	24.00	14,281,069	13,657,812
Accounts payable	25.00	326,651,238	287,009,342
Loan loss provision	26.00	233,390,330	155,511,271
Financial Payable	27.01	116,391,651	88,800,527
Advance from PKSF & Commodity Product Supplier	28.00	2,518,563	4,000,000
Award Fund	29.00	-	400,000
Total Capital Fund and Liabilities		**10,395,063,206**	**8,441,065,334**

The accompanying notes form an integral part of this Consolidated Statement of Financial Position.

GM (Finance & Accounts) | Executive Director | Chairman

Signed in terms of our annexed report of even date

Dated, Dhaka
30 August 2021

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income
for the year ended June 30, 2021

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2020-2021	2019-2020
Revenue		1,559,828,299	1,385,948,043
Service charges income	30.00	1,503,022,417	1,325,723,165
Bank Interest on FDR	31.00	49,101,596	53,820,879
Receipt from members	32.00	3,821,398	3,267,566
Others Income	33.00	3,882,888	3,136,433
Net Sale		29,232,927	15,615,529
Sale	34.00	222,617,020	99,151,135
Less: Cost of Good Sold	35.00	193,384,093	83,535,606
Gross Profit		**1,589,061,226**	**1,401,563,572**
Non Operating Income			
Bank Interest	36.00	4,264,315	4,444,090
		1,593,325,541	**1,406,007,662**
Operating Expenses		1,267,726,760	1,134,038,076
Personnel Expenses	37.00	721,793,133	669,030,686
General & Administrative Expenses	38.00	94,966,621	94,968,940
Selling & Distribution Expenses	39.00	3,594,279	1,445,420
Financial Expenses	40.00	354,805,051	317,181,562
Provissional Expense	41.00	92,567,676	51,411,468
Net Profit /(Loss) Before Tax		**325,598,781**	**271,969,586**
Income Tax Expenses	42.00	15,521,790	12,502,811
Net Profit/(Loss) After Tax		**310,076,991**	**259,466,775**

GM (Finance & Accounts) | Executive Director | Chairman

Signed in terms of our annexed report of even date

Dated, Dhaka
30 August 2021

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants 51, Motijheel C/A, Dhaka

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Receipts and Payments
for the year ended June 30, 2021

Particulars	Amount in Taka	
	2020-2021	2019-2020
Opening Balance	549,353,737	197,488,546
Cash in hand	5,939,021	1,257,453
Cash at bank (Operating Account)	522,595,089	189,450,479
Cash at Bank (Investment Account)	20,819,627	6,780,614
Receipts	18,699,998,066	15,332,732,520
Loan realized from beneficiaries	10,692,503,419	9,414,818,769
Loan received from PKSF	793,700,000	567,800,000
Loan received from Bank & NBFI	1,694,000,000	1,010,000,000
Service Charge Income	1,376,005,164	1,226,612,557
Bank Interest	10,581,909	9,451,959
Receipt from members	3,756,510	3,216,965
Members Savings	2,465,401,252	2,130,209,266
Khudra Jhuki and Member Welfare Fund	138,398,172	109,370,611
Staff Security Deposits	340,000	1,842,000
Fixed Deposits Encashment	708,050,000	247,600,000
Interest	40,586,036	44,874,330
Advance Received	1,288,813	740,763
Received from Various program	38,921,413	41,533,283
Others Income	627,668	115,352
Gain on Sale of Old Assets	13,185	14,018
Staff loan realized	585,353	1,818,192
Balance Payable with Others Fund	504,620,108	418,928,345
Loan Loss Provision (LLP)	158,855	288,087
Advance from PKSF & Commodity Supplier	7,929,542	4,000,000
Retained Surplus	-	2,450,298
Insurance Fund	-	20,020
Sale	222,530,667	97,027,705
Total	**19,249,351,803**	**15,530,221,066**
Payments	18,861,277,278	14,980,867,329
General and Administrative Expenses	998,363,636	725,218,443
Selling & Distribution Expenses	3,219,834	1,339,395
Personel Expenses	22,963,800	21,471,854
Loan Disbursement/Refund	15,636,396,491	12,686,809,746
Financial Expenses	113,679,881	86,761,683
Savings and Security Refund	1,042,697,849	916,182,669
Capital Investment	804,237,568	326,876,845
Provisions for Expenses	-	4,736,763
Advances, Deposits and Prepayments	26,800,813	23,206,151
Inventory	-	1,690,689
Balance Payable with Others Fund	205,684,309	127,093,079
Advance paid to PKSF	2,351,489	1,088
Prior Year Adjustment	4,881,608	1,023,129
Payables to Supplier	-	58,455,795
Closing Balance	388,074,525	549,353,737
Cash in hand	9,040,681	5,939,021
Cash at banks (Operating account)	351,246,305	522,595,089
Cash at banks (Investment account)	27,787,539	20,819,627
Total	**19,249,351,803**	**15,530,221,066**

GM (Finance & Accounts) **Executive Director** **Chairman**

Signed in terms of our annexed report of even date

Dated, Dhaka
30 August 2021

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants Motijheel C/A, Dhaka

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Cash Flows
for the year ended June 30, 2021

Particulars	Amount in Taka	
	2020-2021	2019-2020
A. Cash Flow from Operating Activities:		
Profit for the year	310,076,991	259,466,775
Adjustment for:		
Prior year adjustment	6,076,559	(31,267,181)
Reserve Fund	29,636,221	25,016,850
Loan Loss Provision	77,879,059	35,397,736
Other Funds	49,175,782	75,663,999
Adjustment with surplus fund	(66,191,081)	(62,185,706)
Depreciation and amortization for the year	(1,653,490)	12,349,592
(i) Operating profit before working capital changes	405,000,041	314,442,065
Non-cash items		
Loan disbursed to members	(13,827,991,100)	(10,925,548,097)
Loan realized from members	10,692,503,419	9,414,818,769
Loan adjustment with members	1,143,347,619	919,736,545
Fund Received	199,410,557	87,655,244
Fund Payment	(205,649,819)	(127,093,079)
Fund Adjustment	5,161,995	33,210,239
Increase/decrease in inventories	(28,410,073)	(4,640,934)
Increase/decrease in current assets	6,128,180	10,050,160
Increase/decrease in current liabilities	65,385,027	105,945,918
(ii) Adjustment per changes in working capital	(1,950,114,195)	(485,865,235)
Net Cash flows from operating activities (i+ii)	**(1,545,114,154)**	**(171,423,170)**
B. Cash flow from Investing Activities:		
Acquisition of Property, plant and equipment	(11,414,579)	(6,629,725)
Investment	(86,181,873)	(73,379,760)
Net cash used in Investing Activities	**(97,596,452)**	**(80,009,485)**
C. Cash Flow from Financing Activities:		
Loan received from PKSF	793,700,000	567,800,000
Loan received from JICA for SMAP	400,000,000	390,000,000
Loan received from Bank & NBFI	1,294,000,000	620,000,000
Members Savings Collection	2,465,400,252	2,129,469,875
Members Savings Refund	(1,037,069,188)	(909,493,952)
Members Savings Adjustment	(1,034,094,446)	(823,232,263)
Loan Repayment to PKSF	(510,508,333)	(408,358,335)
Loan Repayment to IDCOL	(2,626,292)	(2,626,292)
Laon refunded to Bangladesh Bank (SMAP)	(390,000,000)	(320,000,000)
Laon refunded to Commercial Bank & NBFI	(497,370,599)	(640,261,187)
Net Cash flows from financing activities	**1,481,431,394**	**603,297,846**
Net changes in cash & cash equivalents (A+B+C)	(161,279,212)	351,865,191
Add: Cash and bank balance at the beginning of the year	549,353,737	197,488,546
Cash and bank balance at the end of the year	**388,074,525**	**549,353,737**

GM (Finance & Accounts) **Executive Director** **Chairman**

Signed in terms of our annexed report of even date

Dated, Dhaka
30 August 2021

ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants Motijheel C/A, Dhaka

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Changes in Equity
for the year ended June 30, 2021

Particulars	30.06.2021	30.06.2020
Balance as at July 01, 2020	2,737,599,129	**2,546,568,750**
Add: Surplus during the year	310,076,991	259,466,775
Add: Prior year's adjustment	6,013,905	(31,267,181)
Add/Less: Transferred to City Foundation Award Fund	400,000	-
Social Development Activities:		
Add/Less: Transferred to Health support program	(710,172)	(173,129)
Add/Less: Transferred to Education Support Program (Shisok)	(30,177,831)	(28,474,573)
Add/Less: Transferred to CDIP Modern School	(2,281,883)	(2,895,829)
Add/Less: Transferred to Enrich Program (Health, Education & Special)	-	(1,258,034)
Add/Less: Transferred to Cultural & Sports Program	-	(806,943)
Add/Less: Transferred to Life Style Development Program	(563,500)	(1,113,036)
Add/Less: Transferred to Adolescent-Cultural & Sports Program	(393,492)	(85,883)
Add/Less: Transferred to Beggers & Shelterless Rehabiletation Program	-	(2,361,429)
Add/Less: Transferred to COVID-19	(2,557,982)	-
Add/Less: Transferred to Bangabandhu Scholarship	(270,000)	-
Balance as at June 30, 2021	**3,017,135,165**	**2,737,599,129**

ATA KHAN & CO. Chartered Accountants 61, Motijheel C/A, Dhaka

মানচিত্রে সিদীপের কর্ম-এলাকা এবং ব্রাঞ্চসমূহের অবস্থান

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাড়ি ১৭, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা।
ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪
info@cdipbd.org
www.cdipbd.org